জন্ম-এয়োস্ত্রী

(সামাজিক নাটিকা)



" If I keep
My virgin flower uncropt, pure, chaste and fair,
No goblin, wood-god, fairy, elf, or fiend,
Satyr or other power that haunts the grove,
Shall hurt my body, or by vain illusion,
Draw me to wander after idle fires."

FLETCHER.

শ্রীসুরনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত ।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ।

CALCUTTA :

Printed by Narayan Chunder Hazra
at the Universal Press,
No. 27, Bonomaly Chatterjee's Street, Tala.

1889.

উৎসর্গ।

সাহিত্য-প্রিয় স্বজনবৎসল

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ পাল

মহাশয় নিরাপচ্চিরজীবেষু।

মহেন্দ্র বাবু!

"পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" প্রণয়নকালে বলিয়াছিলাম, সময়ান্তরে দেখা করিব; অতএব অদ্য আমার সেই সময়ান্তর, অদ্য শুভক্ষণে আমার যত্ন সঞ্চিত জন্ম-এয়োস্ত্রীকে আপনার সমীপে পাঠাইলাম। আশাকরি, আপনি স্নেহচক্ষে স্নেহময়ী জন্ম-এয়োস্ত্রীকে দেখিবেন। জন্ম-এয়োস্ত্রী সরলা বালিকা—নির্দ্দয় পতি পীড়নে নিতান্ত উৎপীড়িতা,—অথচ স্বধর্ম্ম নিরতা পতিব্রতা পবিত্রা। জন্ম-এয়োস্ত্রী সর্ব্বথা অপনার নিকট আদর পাইবে—যত্ন পাইবে ইহা সুনিশ্চিত। বহু চেষ্টা করিয়া পতি-পরায়ণা, পবিত্রদর্শনা জন্ম-এয়োস্ত্রীকে জীবিতা রাখিতে পারিলাম না। অতএব মহাত্মন্! এক্ষণে জন্ম-এয়োস্ত্রীর পুন্যময় জীবাত্মা যাহাতে অক্ষয় স্বর্গ উপভোগ করে, আপনি তাহাই করিবেন। নিবেদন ইতি।

গোবরডাঙ্গা,
১ আশ্বিন ১২৯৬

শুভার্থী—
সুরনাথ।

নাটকীয় পাত্রগণ

পুরুষ।

অরবিন্দ ঘোষ ... ... গোপালনগর নিবাসী জনৈক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

হরকালী ঘোষ ... ... ঐ ভ্রাতা।

গোলক বসু ... .. হরকালীর ইয়ার ও উপদেষ্টা।

মহেশ মিত্র ... ... হরকালী বাবুর ইয়ার ও গোলকের একজন স্নেহাস্পদ ব্যক্তি।

বিলাস দত্ত ... ... হরকালীর শ্বশুর।

কেশব ঘোষাল ... ... জনৈক মাতাল।

উমাচরণ বসু ... ... গ্রাম্য ভদ্রলোক।

হেড্ কনষ্টেব্ল্ ও কনষ্টেব্ল্গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কমলপ্রভা ... ... অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী।

জ্ঞানদা ... ... হরকালী বাবুর স্ত্রী।

নিতম্বিনী ... ... গোলক বাবুর বিধবা কন্যা।

যশী ... ... ঐ রক্ষিতা দাসী।

ভামিনী ... ... জনৈকা বেশ্যা।

—:০:—

জন্ম-এয়োস্ত্রী

প্রথম অঙ্ক।

([illegible]পালনগরি, অরবিন্দ বাবুর শয়ন ঘর)

অরবিন্দ বাবু ও উমাচরণ উপবিষ্ট।

অর। আপনারও মত তাই ?

উমা। তা আর ব'লতে, যখন এতদূর হয়েছে, তখন ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

অর। দাদা, আমি বড় বিপদেই পড়েছি। আবার এক এক বার ভাবছি ত্যাগ করিই বা কি করে। এগুলেও সর্ব্বনাশ, পেছুলেও তাই, এযে বিষম বিভ্রাট।

উমা। তা আর কি করবে বল ; ভিন্ন না হ'লে যখন শুনবে না, তখন কাজে কাজেই।

অর। দাদা, দুঃখে অন্তর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। পিতার মৃত্যু হ'লে ভাবলেম পিতার সেই সব অতুল কীর্ত্তি আমরাই বজায় রাখবো। তা, দাদা, কিছুই হ'ল না, সবই বিফল হ'ল, মনের আশা মনেই লীন

হ'ল। এখন আর কি কর্ব্বো বলুন—স্থির করেছি ছেলে দুটীকে লয়ে কাশী যাই। এরূপ উপদ্রব আর সইতে পারি নে।

উমা। সত্য কথা—কিন্তু তোমার দোষ কি, কাশী যাবে কেন? সংসার ত্যাগ কেন? ওতো বুদ্ধিমানের কথা নয়।

অর। দাদা, ভিন্ন হতে বলছেন বটে, কিন্তু আমার মন যে তা চায় না। বাবা যখন অন্তর্জ্জলে, তখন আমার স্ত্রীকে ডেকে তার হাত ধরে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌তে লাগিলেন, "বৌ মা, আমার হরকালী সুতিকা গৃহেই মাতৃহীন হয়েছে; তুমি তাকে মানুষ করেছ, এতদিন পর্য্যন্ত কায় ক্লেশে লালন পালন করেছ। দেখো, আমার কালী যেন কোন কষ্ট না পায়, যেন ওর কোন ক্ষোভ না থাকে"। আমি বাবার সেই কথা শুনে বল্লেম "আপনার কোন চিন্তা নাই, হরকালী আমার ডা'ন হাত, হরকালী এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র স্নেহের পাত্র, আমি যত দিন বেঁচে থাক্‌বো, আপনার হরকালীর জন্য কোন ভাবনা নেই"। হা, এখন কি করি বলুন দেখি, এখন কি করে ভিন্ন করে দি। সেই অন্তর্জ্জলস্থ পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, কি করে তার এখন অন্যথা করি বলুন দেখি? সেদিন এ পর্য্যন্ত বল্লেম, ভাইরে! পিতার কীর্ত্তি, পিতার নাম যা'তে বজায় থাকে, যা'তে আমাদের

চিরলক্ষ্মী স্থির থাকেন, তা, অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বালক নও, লেখা পড়া জান, অবোধ নও। ও সব পাগলামী নীচতা ত্যাগ ক'রে আমাদের একমাত্র উন্নতির সোপান সেই দোকানে মনো-নিবেশ করো। গোলকের পরামর্শে যেও না, গোলকের কথায় থেক না, ওর নাম পর্য্যন্ত ক'র না। তা বল্লে, "ও সব জোচ্চুরী ফরম্ রেখে দেও। ভাল চাওতো ভিন্ন করে দেও, নচেৎ হাতে এই যে লাঠি দেখছো—এতেই এস্পার কি ওস্-পার"। বাড়ীতে আর আর সব লোক্ ছিল, তারা শুনে অবাক্।

উমা। তুমি অতি সাধু ব্যক্তি, তুমি স্বর্গীয় কর্ত্তার কীর্ত্তি পতাকা। ভাল জিজ্ঞাসা করি, গোলককে জবাব দিলে কেন?

অর। হা অদৃষ্ট, তাও কি শোনেন নি? তারইতো সব চক্র, সেই চক্রী মাতালইতো আমার সোণার সংসার ছারখার ক'রে দিলে, সেইতো আমার হরকে তৈয়ার ক'রে তুল্লে।

উমা। কি রকম, গোলক বাবু মদ খান! স্বর্গীয় কর্ত্তার তো খুব বিশ্বাসী ছিলেন।

অর। ওর আদ্যোপান্ত শুনুন। বাবা মৃত্যুকালে বলে গেলেন, "অরবিন্দ, গোলককে জবাব দিও না, দোকানে বরাবর রেখো"। আমি তাঁর কথানুসারে গোলককে দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা করে রেখেছিলেম।

জন্ম-এয়োস্ত্রী।

প্রায় এক বৎসর হ'ল একদিন শুনলেম, গোলক বাবু মদ খান্, কিন্তু বিশ্বাস হলো না। ও মা, একদিন স্বচক্ষে দেখি, ভামিনী বলে একটা বেশ্যা আছে, তার বাড়ী থেকে গোলক বেরুলেন। মনটা বড় খারাপ হ'লো, কিন্তু কিছু বল্লেম না। তার পর বাবু আরম্ভ কল্লেন কি—আপিসের চাকুরে বাবুর মত বেলা দশটা বাজলে দোকানে একটু একটু আসেন, এসেই আবার কিছুক্ষণ পরে ইলিশ কি বড় বড় কৈ মাছ, হাঁসের ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করে মান-মন্দিরে গিয়ে ঢোকেন। আবার সর্ব্বদাই চ'ক লাল দেখি। বড় ভয় হ'ল, এত টাকা যার হাতে, তার এমন দূষিত চরিত্র! আর কিছু না বলে একদিন নিজে তহবিল মিল করে দোকানের কাগজ পত্র বুঝে দেখি, এক বৎসরে প্রায় ৪ হাজার টাকা লোক্‌সান, নগদ তহবিল প্রায় তিন শত টাকা গরমিল। হরিবোল হরি! আমারতো চক্ষুঃ স্থির। ওকে বল্লেম, "বোস্ মশায়, এত লোক্‌সান কেন, নগদ তহবিলই বা মেলেনা কেন? বাবু তখন চৌরঙ্গে আছেন, "বল্লেন চোপ-রাও ষ্টুপিড্! আমি কে তা জানিস্? তোর বাপ্ আমায় ম্যানেজার করে গিয়েছে, সে আমার মহিমা জানতো। তুই কি বুঝিস্, চলে যা দোকান থেকে"। আমি দেখলেম, তখন বলা বৃথা—বাতাসে অসি প্রহার, নিবিড় অরণ্যে অন্তর্ভেদী চীৎকার—

কোন ফল নেই। পরে বাবুর চৈতন্য হলে সব বল্লেম, আর দোকান থেকে জবাব দিলেম। বাবু গম্ভীর মেজাজে গুটিকতক ভদ্রোচিত ভাষায় আমায় গালি দিয়ে দোকান থেকে বেরুলেন। এখন এই সব কাণ্ড তাঁরই।

উমা। ওঃ——এর মর্ম্ম বুঝলেম। গোলকই হরকে খারাপ করেছে।

অর। সেত চ'কের উপর দেখছি। এখন সে কেবল গোলকের মতলবে ভিন্ন হওয়ার জন্য এত জিদ কচ্চে। বৈরমপুরে মহেশও—সেই গো, যে বেটা বেশ্যার অন্নে পালিত, সেও গোলকের এক ইয়ার। গোলক না কি ওদের গুরু হয়েছেন। হর প্রায়ই বলে "গুরুর ইচ্ছা, গুরুর কৃপা, গুরুই ভরসা"।

উমা। তবে তোমাদের এ ঘটনার প্রধান নায়ক বা মূল গোলক। ওরা নাকি বেশ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে ৪।৫ দিন ক'রে পড়ে থাকে?

অর। ৪।৫ দিন কি—হয়তো এক পক্ষ সেই তীর্থ ভূমিতে অনাহারে কেবল বোতল বারি পানে পড়ে থাকেন। ওরা নাকি সেই বেশ্যাটার ভাতও খায়।

উমা। ছি ছি! ধন্য মদের মোহিনী শক্তি! বেশ্যার ভাত পর্য্যন্তও চ'লছে! কায়স্থের ছেলে——

অর। ওদের সেই বিচার খুব। সে যাই হ'ক দাদা, একটি প্রধান ভাবনা এই, ভিন্ন হ'লে বৌ মার অনন্ত দুর্গতি হবে। আহা মা আমার সংসারের

লক্ষ্মী! মা আমার সতী কুলের আদর্শ স্বরূপা! মার মুখে কথা নেই। এত গাল, এত তিরস্কার, কোন২ দিন প্রহারও মার উপর হ'য়ে থাকে, তবু বৌ মা আমার নিরুত্তরে স্বামী সেবায় সযত্না।

উমা। ছোট বৌকে হর মারে!

অর। বিনা দোষে। (সজল নয়নে) বিনা অপরাধে মা আমার নিত্য প্রহার খান। ঐ শুনুন বাবু বুঝি বাড়ী এলেন।—

নেপথ্যে-"শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।
বিজয় সাধন কিম্বা শরীর পতন" ॥

উমা। ও কি বলে!

অর। কাল থেকে ঐ বোল ধরেছে—

মাতাল অবস্থায় টলিতে২ হরকালী বাবুর প্রবেশ।

হর। কৈ দেও, আবি দেও, জল্দি জল্দি বিষয় দেও। কদি নেই ছোড়েগা—বাবার বিষয় একা খাবে, একা ভোগ দখল কর্‌বে? হোবেনা, হোবেনা, দেও, কুচ নেই ছোড়েগা।

উমা। হরকালী, এই বয়সে এত দূর! ছি ছি——

হর। কেও উম দাদা! (সরোদনে) দাদা, আমার উম দাদা, দেখ আমায় ফাঁকি দেয় শালা—আমায় কিছু দেয় না। আমার উম দাদা, রক্ষে কর বাবা!

উমা। আঃ-তুমি যে হদ্দ কল্লে! চুপ কর।

অর। এখন একটু গাল দেওয়া বন্ধ কর। লোকে ব'লবে

কি? দাদাকে শালা! তোমার ভাবা উচিত আমি তোমার জ্যেষ্ঠ–

হর। (অতীব ক্রোধে) চোপরাও ড্যাম্, মাই ডগ্! তোমারও ভাবা উচিত আমি তোমারআষাঢ়। উনি আমার জ্যৈষ্ঠ।

অর। (উমাচরণের প্রতি) দেখ্লেন দাদা, উত্তর শুনলেন?

উমা। ওর কি আর মতি গতি আছে? ওর কথা শুন্বো কি। (হরকালীর প্রতি) আচ্ছা, তুমি গোলমাল করোনা, কাল আমরা এসে সব বিষয় সমান ভাগ করে দেবো।

হর। যে আজ্ঞে। শ্রীচরণে দণ্ডবৎ, তবে বিদায়—কেষ্ট তবে মথুরায় যায়। (অরবিন্দের প্রতি) শুনলে হে পরামাণিক শালা, মনে থাকে যেন। নচেৎ এই—

(হস্তস্থিত লগুড় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্থান)।

উমা। অবাক্।

অর। শুন্লেন সব?

উমা। আর শুন্বো কি? ব'স আজ যাই এখন।

(প্রস্থান)

অর। (স্বগত) কি করি, কিছুইতো ভেবে পাইনে। ভিন্ন না কল্লেও নিস্তার দেখিনে। মানুষের প্রাণে আর কত সয়। আরে সহোদর প্রেম! তুমি অন্তর্হিত হও। হে স্বর্গলোক-নিবাসিন্ পিতঃ! আজ তোমার অরবিন্দ অধার্ম্মিক হয়। বাবা, আজ তোমার স্নেহের হরকালীকে তোমার পাপিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ পরিত্যাগ করে, জন্মের মতন সহোদর

প্রেম ভাসিয়ে দেয়। না পা'রবো না, হরকে, আমার প্রাণের সহোদরকে ত্যাগ কর্ব্বো না। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করতঃ) কিন্তু বৃথা। গোলকের করাল কালকুট ওর সর্ব্বশরীর অধিকার করেছে। বৃথা চেষ্টা, বৃথা প্রয়াস, বৃথা মায়া। সম্বন্ধ কি—কিছুই না। সংসারে কার্য্য নিয়েই সম্বন্ধ। কর্ত্তব্যহীন মানুষ—মানুষই না। কর্ত্তব্যই প্রাণের জিনিস, ভালবাসার সামগ্রী! এত অপমান! যারে এত যত্নে মানুষ কল্লেম, যারে এক তিল না দে'খ্‌লে থা'ক্‌তে পারিনে, যার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, যাকে পুত্রাপেক্ষাও ভালবাসি, সেই সহোদর জ্যেষ্ঠ বলে তৃণ জ্ঞানও করেনা! ওরে নির্লজ্জ প্রাণ, তবু তুই তার মায়া ছা'ড়তে পারিসনে? পবিত্র ভালবাসা—যে ভালবাসায় সংসার চালিত হয়, যে ভালবাসায় জীব মর্ত্ত্যে স্বর্গ সুখ উপভোগ করে, সেই অমূল্য ভালবাসা কি এক জন অকৃতজ্ঞ মনুষ্যত্বহীন অপ্রকৃতিস্থ মাতালের উপর সংস্থাপন করা যায়? কখনই না।—

কমলপ্রভার প্রবেশ।

কম। ভাশুর কি বল্লেন?

অর। উম দাদাও বল্লেন ভিন্ন ক'রে দেও।

কম। না, তা আমি পা'রবো না। আমার হরকে আমি পর কর্ত্তে পা'রবোনা।

অর। কমলপ্রভা, তুমি আমাকে মজাবে দেখছি; ভিন্ন না হলেও কিছুতেই শুন্‌বেনা—শেষে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত যাবে। আজ আবার উম দাদার সাম্‌নে কতকগুল শালা বান্‌চোৎ ক'রে গেল। বল দেখি, মানুষের প্রাণে কত সয়? আর তুমিওতো বোঝাতে কম ক'চ্ছনা। ওকি কিছু শোনে? তোমাকেও পর্য্যন্ত আজ কাল মা'র ধরেছে। কি ক'রে চ'কের উপর সব দেখি বল দেখি?

কম। (অরবিন্দের চরণ মূলে পতিত হইয়া) তোমার পায় পড়ি, তুমি ওর গালাগালিতে রাগ করো না। ঠাকুর আমায় বলেছেন, "মা, হর যেন কষ্ট না পায়, হর তোমারই ছেলে"। (সরোদনে) বল দেখি এখন আমি কি করি? আমার সোনার ছোট বৌ, আমার যে মা লক্ষ্মী—বল দেখি কোন্‌ প্রাণে নিষ্ঠুর হ'য়ে ওদের ত্যাগ ক'রবো। আমি বলছি তুমি একবার গোলককে বল, না হয় একটু অপমান হবে। গোলক বল্লেইও ভিন্ন হবে না। মদ খায় খাবে।

অর। গোলককে বলবো? ওহরি! তবেই হয়েছে। গোলকের মতলবই এই——

(নেপথ্যে রোদন)

অর। ওকি, বিজয় কাঁদে কেন?

(নেপথ্যে) বাবা, কাকা আমায় বোতলের বাড়ি মেরে গেল—উঁহুঃ, মাথাদে রক্ত পড়ছে—

অর। কি! ওর গায় হাত! তবেরে পাজি, তোমার মৃত্যু নিকট—

(বেগে প্রস্থান)

কম। আঃ কি কর, কি কর—

(বেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বেশ্যাপল্লী ভামিনীর গৃহ।

পর্য্যঙ্কোপরি ভামিনী সুষুপ্তা।

পার্শ্বে তাল বৃন্ত হস্তে মহেশ উপবিষ্ট।

মহে। (স্বগত) বাস্তবিক, ভামিনী ঘুমুলে মুখ খান যেন ওর আরও সুশ্রী হয়। চন্দ্রলতা! হেমাঙ্গিনি! কুসুমকামিনি! বিজনবাসিনি! একবার নয়ন উন্মীলন কর, একবার চাও, তোমার চির-গোলাম মহেশ সশরীরে স্বর্গে যা'ক্। ভামিনী আমায় এত মারে, এত গা'ল দেয়, এত দূর ছাই করে, তবু আমার এক দিনের জন্যও বিরক্তিবোধ

হয় না। আরে তা হবে কেন? প্রেম! প্রেম!! প্রেম!!! জগতে প্রেম কি অমূল্য বস্তু! আহা, মরে যাই—প্রেমিক না হলে কি কেউ প্রেম বোঝে? আমাদের দেশে প্রেমিক আর কাউকে দে'খ্‌তে পাইনে। যা একটু আদটুক গোলক বাবু; আর হরকালী বাবুও হ'তে পারেন, কেননা গোলক বাবু ওকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছেন। আর কে? কৈ—কেউ না। যত বেটা বনমানুষ, নমুস্ক, যাঁড়ের নাদ্—কোন কাজে লাগে না। আর আমি হচ্চি প্রেমিক চূড়ামণি। দেবতার মধ্যে হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক, আর নরের মধ্যে হচ্চেন মহেশ বাবু প্রেমিক। এঁরাই ত্রিলোকের গণ্য—মান্য—পূজনীয়। আমি হচ্চি নর, আর কৃষ্ণ হচ্চেন নারায়ণ। বা—বা, বেড়ে হয়েছে দ্বাপরে নর-নারায়ণ কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন ছিল, আর কলিযুগে নর-নারায়ণ মহেশ আর কৃষ্ণ। কি মজা! কি মজা!! আচ্ছা নর-নারায়ণ হ'লে খাণ্ডববন তো চাই। খাণ্ডববন হবে যত গোঁড়া শালারা। বলেন, ময়শা সব উড়ুলে—দিবা-রাত্রি বেশ্যার বাড়ী পড়ে থাকে, তার ভাত খায়, মাছ খায়। আহা, আর শালারা কি পণ্ডিত! আরে যাঁড়ের নাদ শালারা, এটা ভাবিস্‌নে, যে যদি বেশ্যাসক্ত হওয়া পাপ হ'ত, তা হ'লে ভগবান যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কখন চন্দ্রাবলী ইত্যাদিতে আসক্ত হ'তেন না। তাঁর নামই হ'ল যার গোপীবল্লভ—রাধানাথ—মদনমোহন।

মাইরি, কৃষ্ণ মদনমোহনই বটে! কৃষ্ণের গাঁটিং মদন, ব্রজে কি প্রেমই বাঁধিয়েছিল!

"আবার কদম তলায় দাঁড়িয়ে কালা বাঁশরী বাজায়।
চূড়ার উপর ময়ূর পাখা গোপীর মন ভুলায়" ॥

হা হা হা, প্রেম যদি মন্দ হ'ত, তা হ'লে ভগবান আর এ কাজ কত্তেন না। আমি কি অপূর্ব্ব প্রেমিক! বিষয়, আশয়, লজ্জা, মান সবই এই ভামিনীর অমূল্য প্রেমে ত্যাগ করিছি। এমন কি জাতি পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিইছি। কৃষ্ণের চাইতে আমি আরও প্রেমিক। কৃষ্ণ সহস্র জনের প্রেমে বদ্ধ, আর আমি হচ্চি এক জনের প্রেমে আবদ্ধ! আমি কি স্থিরপ্রতিজ্ঞ! কি জিতেন্দ্রিয়! কি বিক্রম-কেশরি! যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! যেন মূর্ত্তিমান্ শান্তনু! দূর ছাই, শান্তনু কেন, ভীষ্ম। শান্তনু যে ৯৪টা বিয়ে করেছিল। হা হা হা, সত্যবতীর জন্য অত বড় একটা জাঁদ্‌রেল্ রাজা কি কেলে-ঙ্কারিটেই কল্লেগো! আরে মেয়ে মানুষের জন্য সব্বাই পাগল। সব্বাই! সব্বাই! যা'হক ভগবান্ আমার উপর ভারি সদয়। চিরকালটা আমোদে রা'খ্‌লেন। আগে পয়সার জোরে আমোদে ছিলেম, এখন পয়সা যদিও নেই, কিন্তু আমোদে আছি। ভামিনী আগে একটু আদটুক গা'ল দিত, এখন আর সেটি পর্য্যন্তও পার্ব্বে না। তারে যে ছুটী

বাবু জুটিয়ে দিছি। এই রকম ক'রে যে ক'দিন যায়। কা'ল কিন্তু ভামিনী আমার উপর ভারি চটেছে। তা' কি কর্ব্বো। আমার নাম্‌টা কিন্তু বদ্‌লাতে হচ্চে। মহেশ নাম উঠিয়ে দিয়ে ভামিনী-কুমার—দূর দূর কি বল্লেম, ভামিনী-কুমার কেন, ভামিনী-নাথ কি ভামিনীমোহন রাখতে হবে। কৃষ্ণ গোপীমোহন আর মহেশ ভামিনীমোহন—বেড়ে হয়েছে।

(কীর্ত্তণ সুরে গীত)

"মানময়ি ত্যজ মান আমি তব কিঙ্কর চিরদিন"

ভামি। (নিদ্রোত্থিত হইয়া বিরক্তি সহকারে) চুপ কর, আরে মলো! পোড়ার বাঁদরের জ্বালায় একটু ঘুমোবারও যো নেই। বল্লেম পা টিপতে, ও গান ধরে ব'সলো। আবার কেত্তন সুর! আ বুড় শালি-কের ঘাড়ে রোঁ! পা টেপ্।

(মহেশ কর্ত্তৃক ভামিনীর পদসেবা ও ভামিনী কর্ত্তৃক "বেশ বেশ, আহা জুড়াল, এই দিকে ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ")

মহে। (পা টিপিতে২) ভামিনি, তোর পা টিপে আ'জ আমার ভারি ফুর্ত্তি হচ্চে। প্রিয়ে, শ্যামসোহাগিনি, একটা গান ধরনা।

ভামি। কি বল্লি কলের সেপাই! তোমার বড় ফুরতি! রও, এই ফুর্ত্তি বা'র করে দি। (প্রহার)

মহে। কেন বাবা এত রাগ কেন?

ভামি। ফের তুই কথা কচ্চিস্ বেহায়া! তোরই জন্যেত কা'ল আমার এত অপমাম হ'ল, তোরই জন্যেত সেই লক্ষীছাড়া অরবিন্দ আমায় এত অপমান কল্লে। তুই দূর হ', আমার বাড়ী আর একতিল থা'কৃতে পার্ব্বিনে। বেহায়া—বেইমান্—খান্কীর ছেলে।

মহে। আহা, কি গা'লই দিলেন গো! আমি খানকীর ছেলে, আর আপনি কি? আপনি বুঝি খানকী নন্? আপনি বুঝি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা? বাবা, কথার বাঁদন চাই, অমনি গা'ল দিলে হয়না।

ভামি। আমি খান্কী তা' কি?

মহে। না, কিছু না—আপনি প্রেমময়ী।

ভামি। মর—আবার ইয়ারকি কর্ত্তে লাগলো। সময় নেই—অসময় নেই—সকল সময়ই ইয়ারকি? দূরহ, দৃষ্টির বাইরে যা'। (প্রহার)

মহে। মাই ডিয়ার, অত মেরোনা বাবা! হাড় ভেঙ্গে যাবে।

ভামি। হাড় কোথায় তোর পেঙিমাল! তিন খান অস্থি সার।

মহে। অ্যাঁ! আমার গায় হাড় নেই! ওমা! কেবল মাংস নাকি? হা হা, আমার কি কোমল গা', যেন মৃণাল—ভামিনি, তুই মৃণালিনী।

ভামি। আমি মৃণালিনী? লক্ষীছাড়া আপদ! আমাদের

দেবতা বলা? আমার অকল্যেন করা? দূরহ'—দূরহ—দূরহ—(পুনঃ পুনঃ প্রহার)

মহে। (অতিশয় চীৎকার করিয়া) ওরে কেউ ধররে, ওরে-মৃণাল ডুবে গেলরে—

বেগে কেশব ঘোষালের প্রবেশ।

কেশ। কি ভামিনি, সকাল বেলাই যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, ব্যাপার কি?

মহে। (ভঙ্গি বিশেষে দাঁড়াইয়া) দ'ই ধর্ম্ম অবতার! কিছু বলিনি—কিছু করিনি, কেবল মৃণালিনী বলিছি।

কেশ। আরে চুপকর। কা'লকের রাগটা বুঝি ভুল্লে ভামিনি! াল, কা'লকের গতিকটা কি?

ভামি। গতিক আবার কি? যা' আমার কখন হয়নি, তা' এই কালামুখোর হাতে হয়েছে। (মহেশকে নির্দ্দেশ।)

মহে। আমার দোষ কি? আপমান কল্লে অরবিন্দ, দোষ হ'ল আমার? অবিচার কেন বাবা!

ভামি। তোর দোষ না? তুইতো আগে গান ধল্লি। (কেশবের প্রতি) শোন ভাই, রা'ত যখন একটা, তখন তো হরকালী আমায় ওদের বাড়ীতে নিয়েগেল। তারপর হরকালী যে ঘরে শোয়, সকলে সেই ঘরে বসে টিপী টিপী মদ খাওয়া গেল। তখনও সব চুপচাপ, কোন গোলযোগ নেই। তার' পর এই বাঁদর গান ধরে ব'স্লো। সেই ষাঁড়ের ডাক শুনে

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি দোতালা থেকে নেমে এসেই আমাদের ঘরে ঢুক্‌লো। যেই ঢোকা, আর অম্‌নি এই বাঁদর উঠোনে টোপ্‌কে পড়ে পালাল। হরকালী রুকে দাদার সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে গেল। আর লক্ষ্মী-ছাড়া বেগতিক দেখে পাজি পাজি কর্ত্তে কর্ত্তে উপরে উঠলো। তার পর আমরা বাড়ী এলেম। এসে দেখি, পোড়ার-বাঁদর আগে ঘর দখল করে ব'সে আছেন।

কেশ। ওঃ—তবেতো কাল ভারি কেলেঙ্কারি হয়েছে।

হরকালী বাবু ও গোলক বাবুর প্রবেশ।

হর। (ভামিনীর প্রতি) প্রিয়তমে, মাপ কর বাবা। দাদা শালাকে এর উচিত সাজা দেব, তবে ছাড়বো। শালাকে খুন কর্ব্বো। কা'ল শালা ভারি বাগ্‌ড়া দিয়েছে।

গোল। কুচ্‌ পরোয়া নেই, হাঁদোলকে সিদে করে দেওয়া যাবে।

ভামি। আরে যাও যাও, বিদ্যে-বুদ্ধি কা'ল সব দেখিছি। অরবিন্দের কাছেত জড়সড়—সেখানে তো কোন মুখ ফুটলো না!

গোল। ডিয়ার, তুমি আমার স্বভাব জাননা, আমি অতি তেজস্বী পুরুষ।

ভামি। ওগো, চুপ দেও, যে থপ্‌থপে আছ, সেই ভাল।

বলে— "বড় হাতী গেল তল,
গাধা বলে কত জল"।

হরকালীবাবু এমন তেজাল, তাই পাল্লেনা, উনিতো কোথায় লাগেন।

মহে। তাইতো। "চোরে চোরে মারামারি।
সিংহী উঠলো খেজুর গাছে"॥

ভামি। আরে তুই চুপ কর। ওটাকে দে'খলে আমার আপাদ ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে। কি বাঁদরই তুমি হইছিলে! বলে,

"রূপ নাহি দিলি বিধি, গুণ দিলি,
কি সাধেতে তবে মোরে মানুষ গড়িলি।

মহে। বাঃ ময়না, ছোলা খাও। ভামিনী কিন্তু বেশ!

হর। মহেশ!

মহে। বলুন, হাজির আছি।

হর। ছুটো নিয়ে এস (গোলকের প্রতি) কেমন ছুটোতে হবে?

গোল। যথেষ্ট।

হর। এই টাকা নেও।

(মহেশকে মুদ্রা প্রদান ও মহেশের প্রস্থান।)

হর। বোস্ মশাই! হে গুরুদেব, তুমি আমার ভরসা, তুমি আমার বল। (সরোদনে) গুরুদেব, দাদা

শালা ভারি লেগেছে, আমার শক্তিকে নিয়ে যাবার জন্য আমার শ্বশুরকে পত্র লিখেছে। কি হবে বাবা।

গোল। ওকি, কাঁদ কেন? আর আমাকে বাবা ব'লনা। আমি যে তোমার দাদা হই সোনারচাঁদ।

হর। আঃ—আপনি পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলেন কেন? লাল চ'কে আবার সম্বন্ধ কি—আমরা যে লাল প্যায়দা।

কেশ। হরকালী বাবু, ভিন্ন ভাগ সব হয়ে গেল?

হর। সব ক্লিয়ার।

কেশ। কার ভাগে কি প'ড়লো?

হর। আমি সব নগদ বুঝে নিলেম। দোকান আর যা কিছু, সব দাদা শালার।

কেশ। নগদ কত টাকা পেলেন?

হর। ৫০ হাজার!

কেশ। ৫০ হাজার! আঃ—খুব চ'ল্‌বে।

হর। চ'লবে বৈকি। চ'ক্ বুজলেই অন্ধকার।

গোল। সে মন্ত্রণাটা আবার কার—বলে যেও।

হর। তুমি আমার বৃহস্পতি বাবা।

গোল। ভামিনি! প্রাণ, নীরব কেন?

ভামি। হরকালী বাবু, আমার একটী কথা শুনুন্। আপনি যদি আলাদা বাড়ী কেনেন তবে ভাল, নইলে তোমার দাদার বাটীতে আর যাবনা।

হর। আলাদা বাড়ী কিন্‌বো বৈকি। বোস্ মশাই, একটা বাড়ীর সন্ধান করুন। আলাদা বাড়ী না কল্লেও

বৌ বিটিকে মদ খাওয়ান যাবেনা। ঐ যে বুড় বিটী বড় বৌ, ও বিটী থাক্‌তে বৌটাকে মতে আনতে পারা কঠিন হবে। বৌকে মদ না খাওয়ালে শক্তি উপাসনাই হবে না।

গোল। [স্বগত] আমিও তাই চাই—জ্ঞানদাকে হাত করাই চাই। তবে টাকার প্রতি নজর রাখ্‌তে হবে। তা অল্পে সল্পে একটা বাড়ী কেনা যাক, নইলে অরবিন্দের স্ত্রী নিকটে থাক্‌তে জ্ঞানদা মদ খাবে না; মদ না খেলেও আমার বাসনা সিদ্ধ হবে না। ভামিনীকে আমার উপর ভারি চটা২ বোধ হয়। হ'য় হ'ক্‌—আর ক দিনই বা রামলীলে।

হর। গোলক বাবু কথা কন না যে?

গোল। বাড়ী অবশ্যই হবে—না হ'লেও মঙ্গল নাই; আমরা তো মাতাল নই, প্রকৃত শাক্ত---অর্থাৎ শক্তি-উপাসক।

হর। ঠিক কথা। ভামিনি, বিনোদিনি, কমলিনি, রাই-কিশোরি! একটা গান গাও বাবা!

ভামি। গান? কা'লকের অপমানের কিছু জরিমানা করবো, তবে গাইব।

হর। জরিমানা? এই লও! (২৫ টী মুদ্রা প্রদান)

গোল। (স্বগত) আঃ কি কল্লে? অত টাকা একেবারে! (প্রকাশ্যে) এক মাসের শোধ বল।

ভামি। তুমি ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল হও কেন? তোমার কি?

হর। গান ধর।

ভামি।

[গীত]

কালেংড়া——কাওয়ালী।

মনোলোভা নারীজাতি পুরুষ-রঞ্জন।
প্রমাণ ইহার কত আছে অগণন॥
বিচারিয়ে মনে মনে, নারীরত্ন শ্রেষ্ঠ ধনে।
নির্জ্জনেতে একমনে বিধি করেছে গঠন॥
রূপে গুণে নিরুপমা, নারীর নাহি উপমা,
ধরণীতে নারী সমা, নহে কেহ অন্য জন॥

মদ্য লইয়া মহেশের প্রবেশ।

মহে। বাবা, আমি একটু নাচি। (বোতল রাখিয়া নৃত্য

ভামি। আ-বাঁদর, একটু লজ্জাও করেনা ?

গোল। নাও, সকলে ভামিনীকে মাঝখানে নিয়ে চক্রাকারে বসো দেখি।

হর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর দেরি কাজ নেই। মদ আনতে এত বিলম্ব হ'ল কেন ?

মহে। শুঁড়ীবাবু দোকানে ছিলেন না।

(ভামিনীকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকলের চক্রাকারে উপবেশন।)

গোল। (মদ ঢালিয়া মনে২ মন্ত্র পাঠ করণানন্তর) ওঁ শক্তি-রূপায় নমঃ।

(ভামিনী ব্যতীত সকলে, ওঁ শক্তিরূপায় নমঃ)

গোল। ভামিনি, প্রসাদ কর।

(ভামিনীর মদ্যপান ও তৎপরে সকলের মদ্যপান ইত্যাদি)

ভামি। ময়্ শা, আ'জ গোলোক বাবুর বাড়ী খেগে'যা। আমি আ'জ রাঁধ্‌বো না। হরকালী বাবু বসো।

গোল। (স্বগত) হুঁ! পয়সা যার, মান তার। পিরীত্‌টে ভারি এঁটেছে দেখ্‌ছি।

হর। না, আমিও যাব।

গোল। না, তুমি থাক। ভামিনী বলেছে-তুমি থাক।

হর। বাড়ীর সন্ধান আজই কর্ত্তে হবে।

গোল। তা' আর বলতে? চল্লেম।

গোলোক ও মহেশের প্রস্থান।

ভামি। চল মাইডিয়ার, স্নান করিগে।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অরবিন্দ বাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ)

অর্দ্ধরাত্রে গগনমধ্যে পূর্ণচন্দ্র সমুজ্জ্বল।

অরবিন্দ বাবু, বিলাস বাবু ও চেয়ার লইয়া একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

অর। (ভৃত্যের প্রতি) চেয়ার দুইখান এই খানে রাখ। চলুন না কেন বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাক্, ভারি হিম্ পড়ছে।

বিলা। হিম্? হা অরবিন্দ বাবু, হিমে আমার কি ক'রবে, শরীর হু হু ক'রে জ্বল্‌ছে, অন্তঃকরণে তুষানল জ্বেলে দিয়েছে। সামান্য হিমে কি আর অসুখ হবে— হিম্ বরং আরও ভাল লাগ্‌ছে।

অর। না তা বলছিনে। বলি এত রাত্রে পথের মাঝে কথোপকথন—তাই বল্‌ছি।

বিলা। পথে তা দোষ কি? আমরা তো মাতাল নই, আমরা তো রাজবিদ্রোহী দস্যু নই। যারা মাতাল, যারা দস্যু, যারা ঘোর লম্পট—তাদেরই জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বদলে রাজপথে মন্ত্রণা কর্ত্তে নিষেধ করেছেন। এখন আদ্যোপান্ত বল।

অর। বল্‌বো আর কি—পত্রে সমুদায়ই জ্ঞাত হয়েছেন।

বৌমাকে শীঘ্র নিয়ে যান। মা আমার লক্ষ্মী! মার কপালে যে এ দুর্গতি কেন হ'ল বল্‌তে পারিনে।

বিলা। বাড়ী আলাদা কিনেছে কতদিন হ'লো?

অর। প্রায় মাসাবধি হবে। বাড়ী আলাদা হ'য়েছে বলেই তো আরও ভয়—নইলে এক বাড়ীতে থাক্‌তে বৌমার তত যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হ'ত না; আমরা চ'কে চ'কে রাখ্‌তেম। এখন আর কি করি বলুন। আমার স্ত্রী প্রত্যহ এক একবার বউমাকে ওর বাড়ীতে দেখ্‌তে যে'ত বলে সেদিন তারে পর্য্যন্ত মেরেছে। সহোদর ব'লে, অন্তরের এখনও টান আছে ব'লে কিছু বলিনে; নইলে এত উপদ্রব অত্যাচার আ'জ কে সহ্য করে বলুন দেখি?

বিলা। গোলকই বুঝি মুল? তাই হবে। গোলকের সঙ্গে ওর বাল্যকাল হ'তে ভালবাসা। এত লেখা পড়া শিখেছিল, সব মাটী কল্লে। সে যাই হ'ক অরবিন্দ বাবু, এখন আর অন্য কথার সময় নাই; এখন কি উপায়ে মাকে এখান থেকে নে যাই বল। আমিতো ওর মুখ দেখবো না, ওর সঙ্গে আলাপও করবো না। গোলকের যেরূপ চক্র দেখ্‌ছি—তাতে নিজে গিয়ে যদি ওকে অনুরোধ করি, তা হ'লে ওযে কথা রাখবে, এমনতো বুঝিনে। বরং অপমান হওয়াই সম্ভব।

অর। তা ঠিক, বলা কওয়ার কাজ নয়; কৌশলে কার্য্যো-দ্ধার কর্ত্তে হবে! আপনার আমার বাড়ী অন্যূন ৪।৫ দিন থাকতে হবে।

বিলা। তোমাদের গোপালনগরে না অনেক ভদ্রলোকের বসতি? কেউ কিছু বলেনা?

অর। কারও কথা কি ওরা শোনে? একটা ইতর লোক পর্য্যন্তও ওদের সঙ্গে আলাপ করে না।

নিতম্বিনীর হস্ত ধরিয়া রোদন করিতে করিতে যশীর প্রবেশ।

যশী। বড় কাকা এখানে? ও কাকা, কি কাণ্ড করেছে দেথ—মাতাল্‌দের আচরণ দেখ। আমার নিত-ম্বিনীকে একেবারে মেরে ফেলেছে। আহা! বাছার পিট্‌ ফুলে উঠেছে। ওগো, কি হবে গো, ওগো দেশে কি আর মানুষ নেই? একি রাজ্যির অবিচের গো!

অর। কি হয়েছে?

যশী। ড্যাগ্‌রারা পঙ্গপাল সঙ্গে ক'রে বাড়ী এসেই আমারে আর নিতেকে এলোবিলি মার্‌তে লাগলো। ওগো! আমারে মেরেছে মারুক, আমার বাছার অঙ্গ যে ফুলে উঠেছে। কাকা, (রোদন করতঃ) আজ যদি নিতের স্বামী থাক্‌তো, তবে বল দেখি, কেন ওর মার খাবে? বিধেতা একেবারে সর্ব্বনাশ কল্লে।

অর। (বিলাস বাবুর প্রতি). দেখলেন সব আচরণ? যশী তুই আর ও বাড়ী যাস্‌নে, নিতম্বিনীকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যা। আমার সম্পর্কে ভাইঝী তো।

বিলা। গোল্‌কা একেবারে অধঃপাতে গেল, বিধবা কন্যার গায়ে হাত! হা কৃতঘ্ন!

যশী। কে ও, ঠাকুরদা মশায়? কখন এলে দাদা? দাদা, জ্ঞানদাকে শীগ্‌গির নিয়ে যাও। ওরা সব মরেছে, ওরা সব উচ্ছন্নে গেছে, ওরা আর ভাল হবে না। দাদা, আহা, জ্ঞানদার কষ্ট আর দেখা যায় না।

অর। চলুন বাড়ী যাই। উম দাদাকে ক'ল ডেকে বৌ মাকে আনার জন্য যা ভাল হয় একটা পরামর্শ করা যাবে।

বিলা। চল। জ্ঞানকে এখান থেকে না নিয়ে যেতে পাল্লে কিছু ভাল লাগ্‌ছে না—মন ভারি অস্থির হ'য়েছে।

সকলের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া গোলোক, হরকালী, মহেশ ও ভামিনীর প্রবেশ।

হর। বোস্‌ মশায়, যশীকে আর নিতেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভেরিওয়েল কাজ করেছ বাবা—ভেরিগুড হ'য়েছে।

গোল। বাড়ী খোলসা কল্লেম। বিশেষ ঐ যশীকে তাড়িয়েছি ব'লে মনে বেজায় আনন্দ হ'য়েছে। ও বিটী ভারি বদ্‌মায়েশ।

হর। বিটী অতিশয় নিমকহারাম। আমরা বৈঠকখানায় ব'সে যা' একটা আধটা পরামর্শ করি, বিটী টিপি টিপি দুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে সব শোনে; বিটি বড় হারামজাদি। যা'ক্ ও সব। বোস' মশায়, আসুন, একবার রজনীর স্তব করি। আহা, কি মনোহরা যামিনী! একে ফুটন্ত চাঁদের ফুটন্ত জ্যোতি, তাতে আবার ঝাউ বৃক্ষ বিশোভিনী।

গোল। বাস্তবিক, রাস্তার ধারে বৃক্ষ বড়ই বিরামদায়িনী, বড়ই মনোমোহিনী।

মহে। ঠিক যেন শঙ্খিনী!

গোল। এস, এখন একটু রজনীর স্তব করি।

হর। আল্বোৎ। পদ্যে না গদ্যে?

গোল। যিনি যা'তে পার।

গোল। আমি গদ্য ধল্লেম. হে রাত্রি, হে গায়ত্রি. হে জ্ঞানদাত্রি, হে ত্রিভুবনকর্ত্রি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও মা।

মহে। হে নিশি, হে পিসি, হে মাসি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও মা।

হর। গুরুদেব, রাত্রিকে পিসী, মাসী বলা যায়?

গোল। রাত্রিদেবী হচ্চেন মাতৃবৎ, সুতরাং পিসী, মাসী বলা যায়। এইবার আমি স্তব করি।

জয় জয় রজনী মা মাতাল মনোমোহিনী,
ঘোররূপা অমানিশা মহা ভয়দায়িনী।

খড়্গ করে সচীৎকারে শত্রুদল ঘাতিনী,
শ্মশানে স্বামীর সনে ধেই ধেই নাচিনী।

হর। ও বোস্ মশায়, ওযে শক্তির স্তব।

গোল। হে ভ্রান্ত বালক, হে জ্ঞানান্ধ মূঢ় সন্তান! শক্তি ও রাত্রি একই পদার্থ।

হর। হে গুরুদেব, হে পরম কারুণিক, ওটা আমি বুঝিতে পারি নাই।

গোল। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। যখন আমি যে ভাবে কথা কইব, ঠিক তার অনুরূপ উত্তর দেবে। ধন্য শিক্ষা!

হর। ভামিনি, নীরব কেন? গান ধর। এস আজ তোমায় নিয়ে পথবিহার করা যাক্। জলবিহার, স্থলবিহার, নৌকাবিহার, সকল বিহারই হ'য়েছে— আজ পথবিহারটাও হ'য়ে যাক্।

গোল। বা—বা, কি মৎলবই বার করেছ—পথবিহার! ভামিনি, শুনলেত, এখন একটা গান ধর।

ভামি। পথের মাঝে আমি গাইতে পা'রব না।

হর। কোন দোষ নেই বাবা, প্রাণ ঠাণ্ডা কর।

মহে। বরফবৎ ক'রে দেও।

ভামি। থাম্ না। আচ্ছা একটা গাই।

গোল। মাঝখানে দাঁড়াও, আমরা চারি পাশে গোলাকার হই।

হর। মোটে তিন জন, তার গোলাকার কি?

গোল। তবে ত্রিকোণাকার হই।

হর। না, আমরা তিন জনে কৃষ্ণ রূপে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াই, ভামিনী সাম্নে দাঁড়িয়ে গান করুক।

গোল। সেই ভাল, কৃষ্ণলীলাটা হয়ে যাক্। কিন্তু তিন কৃষ্ণ কি ক'রে হয়?

হর। ঠিক কথা। কি হবে গুরুদেব?

গোল। রও, একটু ধ্যানমগ্ন হই। (চিন্তা করিয়া) আমি হচ্চি জ্যেষ্ঠ, অতএব আমিই হই কৃষ্ণ। তোমরা দুই জনে স্ত্রীবেশ ধারণ ক'রে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা হ'য়ে আমার দুই পাশে দাঁড়াও, ভামিনী বৃন্দে দূতী হয়ে সম্মুখে গান করুক।

হর। ঠিক ঠিক। গুরুদেব না হ'লে মতলব বেরোয় না।

(হরকালী ও মহেশের স্ত্রীবেশ ধারণ
এবং ভামিনীর গীত।)

পরজমিশ্র—আড় খেমটা।

ভাল সাজে সাজিয়াছে যুবক যুবতীগণ।
দেখিলে এমন শোভা প্রেমেতে উথলে মন॥
বৃন্দাবনে প্রেমময়, লয়ে নর নারীচয়,
কত রূপে করে বিহার হরিয়ে গোপিনীমন॥
কখন যমুনাতীরে, স্বকরে বাঁশরী ধরে,
কভু বা কদম্ব তলে ভুলায় নাগরীগণ॥
কখন নিকুঞ্জ বনে, মানময়ী রাই সনে,
কভু নন্দগোপসনে করে মাঠে গোচারণ॥

গোল। (স্বগত) আঃ প্রাণ জুড়াল। কিন্তু জ্ঞানদাকে নিয়ে যদি এই রকম কর্ত্তে পারি, তবে বাসনা সফল হয়। তা নিশ্চয়ই হবে। চার ছড়িয়ে ছিপ্ ফেলেছি, এক মনে ছিপ্ ধরে বসে আছি। মাছও এসেছে, চারের গোড়ায় ফিরে ফিরে বেড়াচ্ছে, টোপ্ কি ধ'র্ব্বে না? তাও কি হয়?

হর। বা—বা, ভামিনী বেঁচে থাক। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কোকিল-কণ্ঠী হও।

ভামি। (স্বগত) কেবল মুখেই বা—বা, যাই হ'ক, এরূপ রুক্ষ ইয়ারকি দিলে কোন ফলই নেই। হরকালীর যেরূপ সাদা মন, তাতে আমি বেশ গুছিয়ে নিতে পাত্তেম। কিন্তু কেবল গোলকের কৌশলে তাতে বঞ্চিত হচ্চি। গোলোকের মুখে মধু, কিন্তু অন্তরে বিষ। হরকালীর সঙ্গে গোলকের বিচ্ছেদ না হ'লে, কোন রকমে স্থবিধে দেখিনে। কিন্তু ওদের যেরূপ মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিল, তাতে বিচ্ছেদ করাওতো সহজ কাজ নয়। হরবাবু ভাবে গোলকই আমার সব; কিন্তু আমি গোলকৃকে বেশ চিনেছি—ওকে তাড়াতে পাল্লেই আমার বাসনা সিদ্ধি। এত বড় খোলা বাবু পেয়ে, যদি হাজার টাকাও না নিতে পা'রবো—তবে বেশ্যা নাম লেখানই বৃথা। ময়শাও আমার দুই চক্ষের শূল হয়েছে। ওর সঙ্গে এখন আমার সম্বন্ধ কি—ওর যা ছিল সব নিয়েছি, তবে কেন ও আর ইয়ারকি দেয়? আমাদের সম্বন্ধ পয়সার

সঙ্গে, রূপের সঙ্গেও নয়, গুণের সঙ্গেও নয়। যতক্ষণ পয়সা, ততক্ষণ বেশ্যার ভালবাসা। ময়্‌শা গোল-কের বড় প্রিয়পাত্র, ময়্‌শাকে তাড়ালেই গোলোক আপনা হ'তেই যাবে। ও যে রকম মাতাল, তাতে ময়্‌শা নইলে ওর এক দণ্ড চল্‌বে না। এই যুক্তিই ঠিক্‌, ময়্‌শাকে তাড়াব, কাজেই গোলোকও যাবে। গোলোক্‌কে ছাড়িয়ে হরবাবুর পয়সা কি নিতে পারবো না! আমাদের এই ত্রিভুবন জয়ী মন্ত্র কি বিফল হবে! কখনই না।

হর। কি ভাব্‌ছ ভামিনি?

গোল। (স্বগত) ভাব্‌বে আর কি? আমিও যা চাই, ভামিনীও তাই চায়—তবে আমি আরও বেশী চাই। ভামিনি, এইবার পরাস্ত হলে, গোলোকের নিকট তোমার কোন মন্ত্রই খাট্‌বে না—যতই ভাব, কেবল পরিশ্রমমাত্র, কাজে কিছু না।

হর। ও ভামিনি, কথা কওনা যে।

ভামি। না—কিছু ভাবছিনে, চল বাড়ী যাই। বড় মাথা ঘুর্‌ছে।

হর। ও কিছু না। সন্ধ্যা থেকে অনবরত মদ খাওয়া হয়েছে, তাই ওরূপ হয়েছে। চল সব যাওয়া যাক্‌।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হরকালী বাবুর গৃহ)

করতলে কপোল বিন্যস্ত পূর্ব্বক জ্ঞানদা উপবিষ্টা।

জ্ঞান।— (গীত)

পাহাড়ী—আড়ঠেকা।

অন্ধকারে এ নরকে, বুঝি প্রাণ যায়রে।
দুর্ব্বল রমনীপ্রাণে আর কত সয়রে॥
সতত দারুণ যন্ত্রণা, সহিতে আর পারিনা,
অকারণ অন্যায় তাড়না, করি কি উপায়রে॥
অন্তরেতে হাহাকার, চারিদিকে অন্ধকার,
কে আছে আমার আর, উঁকি দিয়ে চায়রে॥

দিদি, তুমি—তুমিও আমায় ত্যাগ কল্লে? তবে আর কেন, তবে ওরে পোড়াপ্রাণ! তুই আর কার আশায় রয়েছিস্? আমার আর কেউ নাই। মা, আজ তুমি কোথায়? ওমা, তুমি যে আমায় চ'কের আড় কত্তে না। ওমা! আজ দেখে যাও, সেই তোমার অতি আদরের জ্ঞানদার কি দশা হয়েছে। মা, তুমি স্বর্গে

গিয়েছ, আমি যে নরকে প'ড়ে অহোরহঃ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছি। স্বামিসহবাস স্ত্রীলোকের স্বর্গসুখ, স্বামীর নিকট থাকা আর স্বর্গে থাকা সমান কথা। মা, আমি তোমার অসতী মেয়ে, সেই স্বামিসঙ্গ নরক ব'লে উচ্চারণ কল্লেম। নাথ! তোমার কি আর মতি গতি হবে না? আমি যে তোমার জন্য প্রতিদিন অসংখ্য পাপে পাপিনী হচ্চি। প্রাণেশ্বর, আমি তোমার সহ-ধর্ম্মিণী, আমার যা'তে পাপ হয় তা কি তোমার করা উচিত? আমি তোমার নিকট কিছু চাইনে, কেবল দিনান্তে একবার দেখা দিয়ে, একটি মিষ্ট কথা ব'লে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। আর একটি ভিক্ষা নাথ, আমাকে প্রহার ও তিরস্কার ক'চ্চ কর, কিন্তু আমার দিদিকে—ভাশুরকে গা'ল দিওনা, অপমান ক'রনা তাতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমারও ঘোর পা' হয়। আহা, দিদি আমার স্বয়ং লক্ষ্মী, ভাশুর আমা সাক্ষাৎ নারায়ণ। দিদি প্রত্যহ এক একবার আস্‌তেন দেখে শীতল হতেম। হায় নাথ, সে সুখেও আমা বঞ্চিত কল্লে! কেন কান্ত, সেদিন তাঁকে মে তাড়িয়ে দিলে? দিদিতো তোমার শত্রু নন, তিনি তোমার জননীস্বরূপিণী। অহো হৃদয়েশ! পূর্ব্বেতে তোমার শ্রীমুখেই শুনেছি, দিদি তোমায় মাতার ন্যা প্রতিপালন করেছেন। হায়, আজ তোমার সেই কথ সেই জ্ঞান কোথায় গেল? ওরে এমন ক'রে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে? আমার আশার ধন—হৃদয়ে

আনন্দ—উপাসনার দেবতা—আমার পিপাসার জল—শয়নের নিদ্রা—পুণ্যের স্বর্গ—আমার সুখের আকর—স্বস্তির উৎস—শান্তির নিকেতন—আমার সেই আরাধ্য দেবতাকে এমন করে কে বিমুখ করালে ?—

নেপথ্যে—জন্ম-এয়োস্ত্রী ঘরে ?

জ্ঞান। (উল্লাসের সহিত) কে ও দিদি ? ঘরে ভিন্ন কোথায় যাব দিদি ?

কমল প্রভার প্রবেশ।

এস দিদি, তুমি ভিন্ন আর আমায় কেউ জন্ম-এয়োস্ত্রী বলে না ; তোমার বাক্য সফল হোক্, আমি যেন জন্ম-এয়োস্ত্রী হই। তোমার ছোট বোন্‌কে কি মনে পড়্‌লো দিদি ! কি করে এই তিন দিন ছিলে ? দিদি, তোমার পায় পড়ি, তুমি এক একবার আমায় দেখা দিও। তুমি বই আর আমার কেউ নেই।

(কমলপ্রভার স্কন্ধোপরি বদন রক্ষা করিয়া ক্রন্দন)

কম। ওরে, আমার সোনার প্রতিমে ! আমার জন্মএয়োস্ত্রী-পতিসোহাগিনি, কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বামীর সোহাগ পাও। আর কাঁদিস্‌নে বোন্। আজ ক'দিন কি কষ্টে ছিলেম, তা ভগবানই জানেন। আজ তোকে একটা সুখবর দিই ছোট বৌ, তোর বাপ তোকে নিতে এসেছেন।

জ্ঞান। কি বল্লে দিদি, বাবা এসেছেন? এখানে আস্‌বেন না?

কম। আস্‌বেন, তবে অন্যভাবে। তুমি প্রস্তুত হও। এখন ওরা সব বৈঠকখানায়, কি সেই বিটীর বাড়ী— এই অবকাশে তোমায় নিয়ে যাবেন। নইলে হরকে বল্লে তো পাঠাবে না।

জ্ঞান। দিদি, আমার হরিষে বিষাদ। আমার কোন দিকে সুখ নেই। আমায় জান তো; তাঁকে না ব'লে, কি করে বাবার সঙ্গে যাই বল দেখি দিদি!

কম। তবে কি তোমার এখান থেকে যাবার মত নেই?

জ্ঞান। আমার যাবার মত নেই দিদি? আমি যেতে পাল্লে বাঁচি। কিন্তু অমতে কি করে যাব?

কম। এর জন্য আর মত নেওয়ার দরকার নেই। যখন আবার ওর মতি গতি হবে—তখন মত নিও। না গেলে যে, এ রকম করে ভেবে ভেবে মারা যাবে।

জ্ঞান। দিদি, গেলে কি ভাবনা দূর হবে?

কম। জ্ঞানদা, তুমি বড় ছেলে মানুষের মত কথা ব'লতে লাগ্‌লে।

জ্ঞান। দিদি, রাগ ক'রনা। আমার যাওয়ার কোন অমত নেই, কিন্তু বোন, না বলে যেতে পারবোনা। প্রাণ ক'দিন থাকবে, আজ হ'ক, দুদিন পরে হ'ক, প্রাণ তো যাবে দিদি। তবে বল দেখি, তুচ্ছ প্রাণের জন্য কেন সেই প্রাণের দেবতার অপমান ক'রবো।

কম। শুধু প্রাণের ভয় নয়। যে রাব চক্র অন্য ভয়ও বিলক্ষণ আছে।

জ্ঞান। দিদি, কোন ভয় নেই। যদি আমার পতিপদে মতি থাকে, যদি আমার সেই পূজনীয় চির বাঞ্ছিত স্বামীর প্রতি অতুল শ্রদ্ধা থাকে, তবে দিদি তোমার আশীর্ব্বাদে আমার কোন ভয় নেই। (হঠাৎ উন্মাদিনী ভাবে কমল প্রভার চরণ ধরিয়া) দিদি, বল আমি জন্ম-এয়োস্ত্রী।

কম। (বিস্মিত হইয়া) জ্ঞানদা—সাবিত্রি, ধন্য তোমার পতি ভক্তি! আমি আর তর্ক ক'রবো না, আমি সমুচিত শিক্ষা পেয়েছি।

জ্ঞান। ওকি দিদি, ওকথা কেন? আমার কাছে কি শিক্ষা পাবে! দিদি, দিদি, বল—একবার বল, একবার তোমার সেই মধুমাখা কথা শুনি।

কম। জ্ঞানদা, আমার গুণবতী সতি! সংসারে যত জীব আছে; সকলেই ব'লবে 'জ্ঞানদা জন্মএয়োস্ত্রী'।

জ্ঞান। দিদি, আর কিছু চাইনে, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—আমি যেন জন্ম-এয়োস্ত্রী হই।

বিলাস বাবুর প্রবেশ।

জ্ঞান। (বিলাসকে দেখিয়া) বাবা, তোমার জ্ঞানদার দুর্দ্দশা দেখ বাবা! (উচ্চতর রোদন)

বিলা। চুপ করমা। আমি তোমার নিষ্ঠুর পিতা জ্ঞানদা! হায় হায়, তোমার এই নিদারুণ যাতনা দেখে, এই

মর্মান্তিক কষ্টের কথা শুনে আমি নিশ্চিন্ত আছি। জ্ঞানদা, আমার যে আর কেউ নেই—সংসারে ভাল-বাসার সামগ্রী সবই আমার চলে গেছে। স্ত্রী নেই—পুত্র নেই, একমাত্র কন্যা তুমি। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে, তোমাকেও সুখিনী কর্ত্তে পাল্লেম না। কি ক'রে জানি বল—স্বর্ণাকরে লোহের উৎপত্তি হয়, এতো কখন শুনিনি। ঈশানবাবু সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী, মানী, অতুল সম্পত্তিশালী—পরোপকারী অতি উচ্চ প্রকৃতিরই লোক ছিলেন; দেখে অপার আনন্দ হলো, ভাবলেম—মা! এই সম্বন্ধে তুমি চির সুখিনী হবে। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনা—সেই দেবতার ঔরসে এক অলৌকিক্ পশু জন্মগ্রহণ ক'ল্লে।

জ্ঞান। (স্বগত) বাবা, নিন্দা করে কি হবে?

বিলা। এখন চল। অরবিন্দ বাবুর বাড়ী তোমাকে রেখে, আমি এলাহাবাদ গিয়ে একটা বাড়ী ঠিক্ করেই তোমায় নিয়ে যাব। আমি সেই মাতাল নরাধমের নিকট আর এক দণ্ড ও তোমায় রাখ্‌তে পারবোনা।

জ্ঞান। (স্বগত) বাবা, তোমার পায় পড়ি, তুমি আর আমার সাম্‌নে তাঁর নিন্দা ক'রোনা! বাবা! তুমিও কি ভ্রান্ত হলে? নিন্দা ক'রে কি লাভ? তাঁর দোষ কি, আমারই অদৃষ্টের দোষ।

বিলা। জ্ঞানদা! উত্তর দাওনা কেন? আমার সঙ্গে এখনি চলো, এইই দিব্য অবসর।

জ্ঞান। কি বলি বাবা!—(রোদন)

বিলা। কাঁদ কেন মা? তোমার কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে চল। আমি এই নরক থেকে তোমায় উদ্ধার কর্‌বের জন্য, প্রাণ পণ করিছি।

(অরবিন্দ বাবুর প্রবেশ।)

অর। না, ও যুক্তি ঠিক্ হয়নি, উম দাদা বারণ করেন। তিনি বল্লেন—আগে একবার হরকালীকে ব'লে দেখি, অস্বীকার করে, তখন অনেক উপায় আছে। নইলে হঠাৎ না ব'লে ক'য়ে বাড়ী শূন্য ক'রে নিয়ে গেলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

জ্ঞান। (স্বগত) আঃ!—ভাশুর আমার অন্তর্যামী ভগবান!

বিলা। না অরবিন্দবাবু, ও কথা মনে লাগে না। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। সে, যেমন লোক, তার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সে পাজি, তার সঙ্গে আবার সভতা কি?

জ্ঞান। (স্বগত) বাবা! ও আবার কি? আবার নিন্দে কেন? ভাশুরের কথা শোন বাবা।

কম। (জনান্তিকে জ্ঞানদার প্রতি মৃদুস্বরে) ছোট বউ, তোর কপালে কি হবে! হায় ভগবান, একটা সুবিধে ক'রে দেও।

অর। সভতা বলেও নয়, এরূপ ক'রে নিয়ে যাওয়া ভদ্রোচিত কাজ নয়।

বিলা। আমায় আর উচিতানুচিত বোধ কেন?

অর। বিপদ হ'য়েছে বলে ধৈর্য্য হারাবেন না। আপনি

জ্ঞানী, একটু চিন্তা ক'রে সমুদায় বুঝুন। ব'লে হোক্, না ব'লে হোক্ যে উপায়ে হোক্—আপনি যখন এসেছেন, তখন বৌমাকে এখান হ'তে নেযেতেই হবে। কিন্তু আগে একবার আপনি হরকালীকে বল্লে হানি কি।

বেগে যশীর প্রবেশ।

যশী। ওগো তোমরা শীগ্‌গির বেরোও, ওগো, সর্ব্বনাশ হলো গো, ওগো, শীগ্‌গির বেরোও।

অর। কেন কি হ'য়েছে?

যশী। ওগো, ড্যাগ্‌রারা সব আড্ডায় কোমর বাঁধছে, এখুনি এল বলে, এসে তোমাদের সব মার্‌বে।

অর। মার্‌বে? মা'র মুখের কথা! এখনকি তারা আড্ডায়?

যশী। হ্যাঁ, এইযে দেখে এলেম। সব হুলুস্থুল বাঁধিয়েছে। হর ব'লছে এত বড়স্পর্দ্ধা, আমার বাড়ী গিয়ে সব হল্লা করে।

অর। আমরা এখানে এসেছি, কিকরে জান্‌লে তারা?

যশী। তা কি জানি, ঘাটে জল আন্‌তে গিছলেম, দুয়োর ধারে উঁকিমেরে দেখি, বাবুরো সব সেখানে। হর বল্‌ছে "গুরু ঠাকুর শীগ্‌গির চল, আমাকে না ব'লে, দাদা শালার কথা শুনে শ্বশুর শালা, তার মেয়ের সঙ্গে আমার বাড়ী দেখা কর্ত্তে গেল! এত বড় আস্পর্দ্ধা!" গোল্‌কা বল্‌ছে চল, আ'জ রামরাবণের যুদ্ধ করিগে।

বিলা। (অরবিন্দের প্রতি) আড্ডা সব কোথায়?

অর। গোলোক বাবুর একটি ঘর অথবা একটি বৈঠকখানা আছে। সেই খানেই বাবুরা অবশিষ্ট কাল অতি-বাহিত করেন।

যশী। গোল্‌কা যেই বল্লে রামরাবণের যুদ্ধ করিগে, হরকালী অমূনি চেঁচিয়ে বল্লে, আ'জ শ্বশুরের মাথা নেব।

বিলা। কি? আমার মাথা নেবে? (সরোষে) দেখি কে কার মাথা নেয়!

বেগে প্রস্থান।

অর। আঃ—কি করেন? দাঁড়ান্—দাঁড়ান্।

পশ্চাৎ প্রস্থান।

জ্ঞান। (কমল প্রভার প্রতি) দিদি! আমার দশা কি হবে? বাবা একে রাগী, দিদি! পরমেশ্বর আ'জ কি কল্লেন! যশি! তুই কেন ও কথা এসে বল্লি?

কম। বল্‌বেনা? ব'লে আরও ভাল হয়েছে। ছোট বউ! ভাবিস্‌নে, যা' কপালে থাকে তাই হবে। আমি যাই দেখিগে, উনি ফিরুতে পাল্লেন কি না।

বেগে হরকালী বাবুর প্রবেশ।

হর। কৈ, সব কোথা গেল? তোরা কারা? (কমল প্রভার প্রতি) বেরো, বেরো বিটী। হারাম জাদি! ভজাতে এসেছ? এখুনি বেরো। ও বোস্ মশায়, আসুন্ না এই দিকে।

যশী। ছোট কাকা, তোমার একটু আক্কেল নেই?

হর। তুই কে? তুইও এসেছিস্? দূরহ’, কাকা কাকী পাতাতে হবে না। ছেনালের সদ্দার, দূরহ’।

(যশীকে গলাধাক্কা দেওন)

যশী। এই দূর হলেম। কিন্তু এর ফল পাবি, পাবি, পাবি।

আঙ্গুল মট্‌কাইয়া প্রস্থান।

হর। (কমল প্রভার প্রতি) তুই বিটী বদ্‌মায়েশের শিরোমণি, যাবে না নাকি? এখনও বল্‌ছি প্রস্থান কর।

(গলাধাক্কা দিতে উদ্‌যোগ কিন্তু জ্ঞানদা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্তি)

হর। (সক্রোধে) হারামজাদি, আমার গায় হাত!

(সজোরে জ্ঞানদাকে ভূতলেনিক্ষেপ।)

কম। হর! কি কল্লি!

(তাড়াতাড়ি জ্ঞানদাকে তুলিতে উদ্‌যোগ, কিন্তু হরকালী কর্ত্তৃক ভূতলে পতিতা।)

হর। শোন বড় বউ, যদি আপনার মঙ্গল চাও, তবে এখনি প্রস্থান কর, নইলে আ’জ তুমুল সংগ্রাম, লোমহর্ষণ ব্যাপার!

কম। (উঠিয়া) আমি যাই, কিন্তু হর—

সরোদনে প্রস্থান।

জ্ঞান। (হরকালীর চরণতলে পতিত হইয়া) প্রাণেশ্বর, দিদিকে মাল্লে কেন? আমায় কেন মাল্লে না?

হর। তোমার আর উদার চিত্ত দেখাতে হবেনা। জেঠা মশাই! ওঁকে মাল্লেনা কেন; তোর আ'জ্ হয়েছে কি? আ'জ তোকে নিকেশ্ ক'রবো, তবে ছাড়বো।

জ্ঞানা। তা কর, কিন্তু কি অপরাধে?

হর। সহস্র অপরাধ! সমান উত্তর! বাইজীর মত হাত নেড়ে বল্লেন কি অপরাধে। তোর লেখা পড়ার পিণ্ডী চ'ট্‌কে।

(একটি প্রকাণ্ড চপেটাঘাৎ)

জ্ঞান। কেন একেবারে মেরে ফেলনা! (রোদন।)

হর। তোর বাপ কই বলেদে; নইলে তোর নিস্তার নেই।

জ্ঞান। বাবা এখানে এসেছিলেন, কিন্তু এখন কোথায় কি করে ব'লবো?

হর। উঃ। ধন্য তোর সাহস! তোর বাপ এখানে এসেছিল অনায়াসে অম্লান বদনে আমার সম্মুখে বল্লি! কিছুমাত্র ভয় হলো না?

জ্ঞান। পতির কাছে সতীর ভয় কি?

হর। আল্লাদে কাজ নেই আর, আমার আল্লাদ চূড়ামণি! যাও গোবিন্দ অধিকারীর দলে থাকগে—আল্লাদ সাজগে, ৫০ টাকা মাইনে হবে। বাপের সঙ্গে গেলে না কেন?

জ্ঞান। যাব বলিনিতো।

হর। বল্লেই আরকি যেতে পাও।

জ্ঞান। তোমার পায় পড়ি, আমার সঙ্গে একটু মিষ্টিমুখে

কাথা কও। আমি তো তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনি, তবে কেন আমায় দেখ্‌তে পারনা ?

হর। একটি কাজ ক'ল্লে দেখতে পারি।

জ্ঞান। কি কাজ বলো, আমি তোমার জন্যে প্রাণ দেব।

হর। মদ খেতে হবে। আর আমাদের এই গোলক বাবু, মহেশ, অর্থাৎ আমরা যে ক'জন এক ইয়ার, আমাদের সকলের কাছে ব'সে গাইতে হবে আর নাচ্‌তে হবে—ভামিনীর মত সমান ইয়ারকি দিতে হবে।

জ্ঞান। (হেট মুখে নিরুত্তরে রোদন)

হর। বোস্‌ মশাই!—

গোলকের প্রবেশ।

হর। এতক্ষণ বাইরে ছিলেন কেন ?

গোল। তোমার শ্বশুরকে যে দেখলেম না ?

হর। শুন্‌লেম প্রভু এসেছিলেন, আমাদের আস্‌বের আগে চম্পট দিয়েছেন। দেখুন বোস্‌ মশাই! এমন অবাধ্য স্ত্রী কখনও দেখিনি! আ'জ পায় ধ'রে সাধ্য সাধনা কল্লেম, তবু মদ খাবে না। সাধে আমার কাছে মা'র খায়! দিব্য মদ খা, আমাদের সঙ্গে ইয়ারকি দে, ভামিনীর মত হাব ভাব শেখ্‌। তা' না।

গোল। উনি গুণবতী সতী—পতির অবাধ্য হওয়া, পতির কথার অন্যথা করা ওঁর উচিত নয়। ওঁর ইচ্ছা, আমি কি ব'ল্‌ব বল।

জ্ঞান। যম! কেন আমায় ভুলে রয়েছ?

প্রস্থান।

হর। (উচ্চৈঃস্বরে) যা'সুযে! খাড়া রও হিঁয়া।

(পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর।)

গোল। আহা, কি করো? ক্রমে হবে, এখন রাগ্‌লে চ'লবে না। চল বৈঠক্‌খানায় যাই—অনেক কথা আছে।

হর। চলুন, কিন্তু বশ্‌ করা ভার হলো।—

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হরকালী বাবুর বহির্বাটী।)

(গোলক বাবু ও হরকালী বাবু উপবিষ্ট।)

হর। আমার হ'ল মাগ, আর ওর হ'ল মেয়ে [illegible] সঙ্গে জিদ্‌ করে পারে? [illegible]

তারা তো তোমার শ্বশুরকে স্পষ্ট বল্লে, হরকালী জিদ্ ক'ল্লে তুমি মেয়ে নেযেতে পার না।

হর। ন্যায্য কথা কেনা বলে। দাদা শালারও যেমন জ্ঞান, এ বেটার ও তেম্‌নি বুদ্ধি!

গোল। বিলাস বাবু এলাহাবাদ গেছে? সেখানে কি চাক্‌রী করে?

হর। ওর কপাল জানে। চাকুরী বড়, খানসামাগিরি কাজ! বেটা বলে আলবোৎ মেয়ে নেযাব। ওরে আমার খানসামারে! বেটা বোধ হয় দূর হয়ে গেছে; সে সব কথা থাক্। বোস্ মশাই! হে গুরু-দেব! কা'ল শনিবার, কা'ল কি মজাই হবে—শক্তি উপাসনা! আঃ—কি চমৎকার মতলবই বা'র করেছ বাবা।

গোল। উপাসনা নইলে কি হয়। আমরা মাতাল, প্রকৃত শাক্ত। তন্ত্রে তন্ন তন্ন করে বল্‌ছে মদ খাও—নিজের স্ত্রীকে শক্তিস্বরূপিণী কর—অক্ষয় স্বর্গ হাতে হাতে। যাক্ তুমি যেন ছোট বউকে আজ কিছু ব'লোনা।

হর। বিলক্ষণ। যা' যা' বলেছেন সব মনে আছে। আস্তে বলুন, বিটী চালাক বড়, হয়তো উঁকি মেরে কোথা থেকে শুন্‌বে। আচ্ছা, কা'ল যদি সহজে মদ না খায় তবে জোর করে তো কার্য্যেদ্ধার কর্ত্তে হবে?

গোল। অবশ্য। নইলে উপাসনা হবে কেন।

হর। বসুন, শীঘ্র অস্‌ছি।

প্রস্থান।

গোল। (স্বগত) জ্ঞানদা! রে দর্পিণী রমণি! কাল তোমার সকল দর্প রসাতলে যাবে; কাল গোলকের আশ্চর্য্য কৌশলে তোমার ঐ ত্রিদিব দুর্ল্লভ প্রফুল্লবদন, গোলকের বদনে নীত হবে—কা'ল তোমার ঐ দেব বাঞ্ছিত রূপসমুদ্রে গোলক সন্তরণ কর্ব্বে। জয় কালি! কা'ল একটু সদয় হয়ো মা।

মহেশের প্রবেশ।

মহে। গুরুদেব! কি করি বলুন দেখি, ভামিনীর যে কিছু-তেই মন পাইনে। আজ দেখুন সমস্ত দিন্‌টে ওকে সেবা কচ্চি। হেগেমুতে ঘর বাড়ী ডুবিয়ে রেখেছিল—সমস্ত পো'স্কার কল্লেম। গা টেপা, পা টেপায় কিছু-তেই ক্রুটী করিনে; তবু কেবল খিট্ মিট্ করে, আমায় দেখলেই জ্বলে ওঠে।

গো। প্রণয়াস্পদ মহেশ! আর বেশী দিন তোমার কষ্ট সইতে হবেনা। ও তোমাকে কেন, আমাকেও যথো-চিত অপমান কচ্ছে; কা'লকের কাণ্ডটা হয়ে যাক্, তার পর সব ক্লীয়ার হবে। ও মরণ কামড় কাম্‌ড়ে নিক্ না। মহেশ, কা'ল কি আনন্দ!

সতত বাসনা মনে, কমনীয় নারী সনে,
একাসনে একশয্যায় কা'ল আমি বসিব।

মহে। আমিও গুরুদেব, কিছু ভাগ পাইব।

গোল। অবশ্য অবশ্য মাই ডিয়ার!

মরি মরি স্থকেশিনী, স্থনাসা মধুভাষিনী।
মরি মরি মনোহরা মানবতোষিনী।

মহে। মরি মরি মরি, মরি মরি মরি।

গোল। ওকি মহেশ, কেবল মরি মরি বল্লে যে!

মহে। মিলুতে পাল্লেমনা—তাই পতন ছন্দঃ হ'ল।

হরকালীর প্রবেশ।

হর। মহেশ! ভামিনী কেমন আছে?

মহে। অনেক উপশম, এখন ঘুমুচ্ছে।

হর। গুরুদেব! হে অরুণোপম তেজস্বি! কল্য শ্রীমতী ভামিনী সুন্দরী দ্বিতীয়া শক্তিস্বরূপিণী সুস্থা থাকলে উপাসনার ভারি ধূমরাশি উত্থিত হতো।

গোল। হরকালি! এখনতো তুমি সাধুভাষা দিব্য ব'লতে পার, সংস্কৃত যা' পড়েছিলে মনে আছে কি?

হর। মদ খাই বলে কি লেখাপড়া ভুলে যাব গুরুদেব?

গোল। কল্যকার দিনটে ভালাভালি কেটে গেলে বাঁচি।

হর। কোন ভয়নেই, পথ কণ্টকহীন—পরিস্কার; আমার স্ত্রী তো?

গোল। চল বৈটকখানায় যাই।

সকলের প্রস্থান।

হরকালীর পুনঃ প্রবেশ।

হর। না—না! ও সব মনে কর্ব্বোনা। আমার সাদামন,

আমার অত তর্ক কেন? ভামিনী মিছে কথা বলে। গুরুদেব আমার প্রাণের বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে গুরুদেব আমায় ভাল বাসেন, অভিন্নহৃদয় জ্ঞান করেন; ও সব বেশ্যাদের কুহক—জাদুকরী বিদ্যা। ভামিনী বলে, "হরকালি বাবু, তোমার স্ত্রীকে গোল্‌-কের সম্মুখে নিয়ে যেওনা, ওর মতলব খারাপ"। কি মতলব খারাপ? আর যদি নিয়ম ধর—তবে আমার স্ত্রীও যা—আমার ইয়ারের স্ত্রীও তাই। এইতো সাদা মনের সংস্কার। না না না, ও সব ভা'ববোনা। গোলক আমার পরম বন্ধু, জীবনের সুহৃৎ, উপাসনার গুরু। ভামিনী আরও বলে, গোলক আমার সব টাকা কড়ি গুলি হাত কর্ব্বে, এও মিথ্যা কথা। আমার টাকাতো সব গুরুদেবের হাতে, নিলে এত দিন নিতে পার্ত্তনা? মন, স্থির হও, সন্দেহ ছেড়ে দেও। উঃ! স্ত্রীলোকের কি ভয়ানক প্রকৃতি! সাধে গুরুদেব বলেন "হরকালি স্ত্রীকে মদ খাওয়াতে না শেখালে মন সাদা হয় না"। যথার্থ গুরুদেব, ধন্য তোমার গভীর জ্ঞান! আমার স্ত্রী যদি কা'ল মদ না খায় তবে কেটে খণ্ড খণ্ড করবো, মদ খাওয়াব, খাওয়াব, খাওয়াব। আচ্ছা ভামিনী তো মদ খায়—তবে ওর মন সাদা হলোনা কেন? ওঃ! তার কারণ আছে, ওরা যে বেশ্যা, ওদের সঙ্গে নিয়ম খাটেনা। গুরুদেব তুমিই ধন্য! তবু মন অত খুঁৎ খুঁৎ কর কেন? আমি মাতাল—আমার সাদা, মন

আমার অত তর্ক কেন? আহা কা'ল কি দিন!
শক্তি উপাসনা! শক্তি উপাসনা! শক্তি উপাসনা!

তাল ঠুকিয়া লম্ফদিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হরকালী বাবুর দরদালান)

কাঁপিতে কাঁপিতে জ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্ঞান। কোথায় যাই? কোন ঘরে যাই? কার কাছে যাই? বাবা! তুমি কোথায়? এলাহাবাদ গেছ? কেন গেলে বাবা, আর দুদিন কেন থা'কলেনা। মা, মাগো! স্বর্গ হ'তে এক বার এস মা—আজ আমায় উদ্ধার কর মা। ওমা! আজ তোমার জ্ঞানদার সর্ব্বনাশ হয়। উঃ আজ যে, কেউ নাই! হায়! এখন কোথায় যাই? কে রক্ষাকরে! কাউকে যে কিছু ব'লতে পাল্লেমনা, কেউযে কিছু জানতে পাল্লেনা। হায় কাল যখন পরামর্শ শুনলেম, তখনি কেন গলায় দড়ী দিলেম না! তাইবা কখন দিই! কাল থেকে অষ্টপ্রহর চ'কে চ'কে রেখেছেন; এখন রাত দুপুর, এখন তাদের আস্তে চলে গেলেন—সদর দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে গেছেন। এখন কি ক'রে কোথায় যাই? ওমা—আমার যে,

সর্ব্বনাশ হবে! ওমা—তারা যে এল বলে! ওমা আজই যে শনিবার, বিকট অমানিশা! আজ আমার শক্তি নাম হবে, আজ আমি গোলক মহেশের কোলে ব'সবো; আজ তাঁরা আমায় শক্তি সাজিয়ে মদ খাওয়াবেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন! না—না—এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্চে, এখনও দিবা-রাত্র বিদ্যমান র'য়েছে; পার্ব্বেনা—পার্ব্বেনা! সতী রমণী স্পর্শ? কলঙ্কিত হস্তে? হবেনা—কদাচই হবেনা। দিদি! তোমরা যে কিছুই জান্তে পাল্লেনা। তোমরা আমায় সর্ব্বদা দেখতে, যত্ন কর্ত্তে, প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস্‌তে। কিন্তু দিদি! সময় গুণে আজ তোমরাও কিছু কর্ত্তে পাল্লেনা। তোমার আদরের জন্ম-এয়োস্ত্রীর আজ সর্ব্বনাশ হ'ল দিদি। (হঠাৎ উন্মাদিনী ভাবে) ওকে! ওকে! গোলক না! ওমা আমিতো ওর জোরে পার্ব্বনা। ওমা—ওযে ভীম পুরুষ! কালান্তক যম! কেন! কেন গোলক আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে? আমি দুর্ব্বল, আমি শক্তিহীন, আমি শক্তি নই। গোলক, ফিরে যাও, ফিরে যাও। এদিকে—পিছনে কেও! মহেশ! মহেশ! তুমিও এসেছ মহেশ! (উচ্চৈঃস্বরে) ওমা—আমাকে যে, ঘেরাও কল্লে; সপ্তরথী সমবেত হ'য়ে পুড়িয়ে মাল্লে। কিহবে! কিহবে! (অত্যন্ত-কম্পন) একি! আমি কি পাগল হলেম? না—না, পাগল হ'লেও তো নিস্তার নাই। বরং তাতে আরও সম্পূর্ণ ভয়! কেহই কি সুহৃৎ নেই? আছে, সুহৃৎ

আছে। কে সুহৃৎ! উদ্বন্ধন, অভাগিনীর সুহৃৎ উদ্বন্ধন! না ম'রবোনা, আর একবার দেখবো; শেষ দেখা, এজন্মের শেষ কান্না, আর একবার কাঁদবো। বাড়ী আসুন, আমি পায় ধরে বলবো, নাথ! আমার সর্ব্বনাশ করোনা। পতিপায় সতীর রোদন কি কোন কাজের হবেনা? নাহয় সেই পবিত্র পায় জীবন যাবে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ওকি! কিসের শব্দ হচ্চেনা। (উৎকর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান)

নেপথ্যে। না বাড়ীর ভিতর চল, দর দালানে সভা হবে।

জ্ঞান। ওরে কোথায় আমি—

বেগে প্রস্থান।

গোলক হরকালী ও একটি বৃহৎ ধামাহস্তে মহেশ বাবুর প্রবেশ।

হর। টাকার পুত্ত কল্যাণ বাবা।

গোল। তা'আর ব'লতে, টাকার জোরেই সব ক'চ্চি, বহরমপুরের মাম্‌লাটা তো, টাকার জোরেই ডিস্‌মিস্‌ হ'য়ে গেল।

মহে। এইখানে সকলে উপবেশন করুন।

গোল। মহেশ, ঠিক্ হ'য়েছে, আ'জ তোমরা সকলে কেবল সাধু ভাষায় কথা কইবে।

হর। যে আজ্ঞে, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; সকলে উপবেশন করো।

গোল। সুপবিত্র দালান ভূমিতে কি শক্তির উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইবেক ?

হর। আজ্ঞে, এই স্থানই তো, প্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন

গোল। উত্তম হইয়াছে। সকলে বসো, কিন্তু মধ্যস্থল শূন্য রাখিতে হইবেক, গোলাকারে বসিতে হইবেক।

হর। কেন ?

গোল। শক্তিস্থান, শক্তি মধ্যস্থলে উপবেশন করতঃ লীলা বিকাশ করিবেন।

হর। তবে গমনং কুরু। শক্তিকে আনয়ন করি ?

গোল। প্রাণের বন্ধু! অত ব্যস্ত কেন ? অগ্রে একবার স্তব স্তুতি করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, নইলে শক্তি অপ্রসন্না হইবেন।

হর। তবে একটু বোতল বারি পান করা যাউক।

গোল। ওঁ বিষ্ণু। তাহা কি হইতে পারে ? অদ্য কি অন্য দিনের মতদিন ; অদ্য মহাদিন, উপাসনার দিন ! শক্তি আগমন করুন, তাঁহাকে মদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া দিয়া পান করাইয়া আমরা ভক্তবৃন্দ পান করিব।

হর। যে আজ্ঞে কুল দেবতা। তবে স্তব স্তুতি করুন।

গোল। অবশ্য। (মুদিত নয়নে)

অয়িশ্যামা কপালিনি করালি কামিনি,
কৃতান্ত দলনী শিবে কৃতান্ত মোহিনী।
দানব দলনী দুর্গে, দল রিপুগণ,
শত্রু নাশ করো মাতা ওমা শত্রুঘন।

মহে। গুরুদেব, আমার কথা না কইলে চল্লনা, সাধু ভাষায় পার্ব্বোনা—এমনি অসাধু ভাষায় বলি! আমায় ক্ষমা কর্‌বেন। আচ্ছা কৃতান্তমোহিনী কি করে হ'লেন?

গোল। এইটি তোমার জিজ্ঞাস্য? কৃতান্তকে যিনি মোহন করেন, তিনিই কৃতান্তমোহিনী।

মহে। মোহন মানে?

গোল। বাঁশী। বুঝিয়াছ?

মহে। অনেকক্ষণ বাবা।

হর। গুরুর ভুল ধর, মাইডগ? আপনি স্তব করুন।

গোল। (কর যোড়ে মুদিত নয়নে)

অয়িশ্যামা, কপালিনি করালি কামিনি,
কৃতান্ত দলনী শিবে কৃতান্ত মোহিনী।
দানব দলনী দুর্গে দল রিপুগণ,
শত্রু নাশ কর মাগো ওমা শত্রুঘন।
কৌশিকী কৃপণা কালী ওমা হেমলতা,
ফিরে চাও, রাখ কথা খাও শত্রু মাথা।

হর। এই বার আমার পালা—

বিকট হাসিনী কালী বিকট দশনা।—

হে গুরুদেব! আমিযে মিলাইতে পারিলাম না।

গোল। পুনরায় পদ্যটি একবার বল।

হর। বিকট হাসিনী কালী বিকট দশনা, তার পর?

গোল। (সহাস্যে) এইতো দিব্য মিল রহিয়াছে—

বিকট হাসিনী কালী বিকট দশনা,
ছলনায় ভুলায়োনা হরের অঙ্গনা।

মহে। আমি মূর্খ, তবু একবার স্তব করি।

(করোযোড়ে মুদিত নয়নে)

ডাকিতেছি তারা তোমায় হম্বা হম্বা রবে,
দয়া করে চা'নয়নে বাছুরেরে শিবে।

গোল। বা, বা, বেশ মহেশ! কে তোমায় মূর্খ বলে, তুমি অতি উত্তম কহিয়াছ, মা! আমি বাছুর, তুমি গাই স্বরূপা, আমায় দুগ্ধ প্রদান করিয়া রক্ষা কর। মহেশ, তুমি চিরজীবি হও, শক্তির কৃপা সর্ব্বাগ্রেই তোমার উপর হইবেক।

হর। গুরুদেব! আমার স্তব যে সম্পূর্ণ হইল না।

গোল। তুমি আমাকে প্রতিনিধি প্রদান কর।

হর। তথাস্তু।

গোল। এইবার তোমার হ'য়ে আমি স্তব করি। শক্তি! এই স্তবটি হরকালীর জবানি হইতেছে। (করযোড়ে মুদিত নয়নে)

তুমি স্বর্গ, তুমি জয়, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি ভয়,
তুমি মা পাতাল স্বরূপিণী।
তুমি নর তুমি নারী, তুমি মা মদের অরি,
পুনঃ মদ তুমি প্রসবিনী।

তুমি নেশা, তুমি জ্ঞান, তুমি মা মাঠের ধান,
নীল ক্ষেত্রে তুমি নীল তরু,
তুমি সুধা, তুমি বিষ, তুমি আঁ'স নিরামিষ,
দুগ্ধ দানে রাখ মাতা গরু।

স্তব সমাপ্ত হইল, এইক্ষণে চাটাদি উৎসর্গ করিয়া দিই। (ধামায় হস্ত দিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ) যাও শক্তিকে আনয়ন কর।

হর। যথাআজ্ঞে, মহামুনি।

প্রস্থান।

গোল। মহেশ! নয়ন মুদ্রিত ক'রে তিনবার বলো, শক্তি প্রসন্ন হও। (মহেশ ও গোলক নয়ন মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে) শক্তি প্রসন্ন হও, শক্তি প্রসন্ন হও, শক্তি প্রসন্ন হও।

নেপথ্যে। (সরোদনে) ওগো তোমার পায়পড়ি, ওকথা ব'লনা আমায় রক্ষাকর, আমায় ছেড়ে দাও।

নেপথ্যে। (অন্যস্বরে) এখনও সমানে চল, নইলে বড় অন্যায় হবে।

গোল। আহা ওকি! সাধুভাষায় বল; ইতরভাষা প্রয়োগ কর কেন?

নেপথ্যে। গুরুদেব! মুখদিয়া সাধুভাষা বাহির হইতেছেনা, ক্রোধে অঙ্গ জর জর হইতেছে, চক্ষু দিয়া অগ্নি থর থর, বাহির হইতেছে, অন্তঃকরণ থর থর কাঁপিতেছে। ক্ষমা ক'রবেন। (ক্রোধস্বরে) চল বলছি।

জ্ঞানদার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে
হরকালীর প্রবেশ।

গোল। (ব্যস্ততা সহকারে) মহেশ! শীঘ্র উত্থিত হও, শক্তির অমর্য্যাদা হয়। শীঘ্র স্তব কর।

গোল ও মহে। (করযোড়ে) ওঁ শক্তি রূপায় নমো। শক্তি শক্তি প্রসন্ন হও, শক্তি প্রসন্ন হও, শক্তি প্রসন্ন হও।

হর। (ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে জ্ঞানদার প্রতি) এত স্তব স্তুতি কচ্চে, তবু ওঁর মন পাওয়া যায়না। ভাল চাওতো বোস, নইলে ম'র্ব্বে আ'জ।

জ্ঞান। আমায় মার, আমায় একেবারে মেরে ফেল; এই আমার প্রার্থনা। আমি তোমার স্ত্রী, আমার একটী কথা শোন—তুমি আমারতো একটী কথাও শোননি, এই একটী শেষকথাও কি শুন্‌বে না? তোমার পায় পড়ি, আমি বড় কাতর হ'য়ে বল্‌ছি আমায় মেরে ফেল; আর যন্ত্রণা দিওনা, আমার একেবারে সর্ব্বনাশ করোনা; দোহাই তোমার। তুমি আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করোনা। আমি স্ত্রী—তুমি স্বামী—তুমি আমার জীবন—তুমি আমার রক্ষক—তুমি আমার পরকাল ত্রাতা—তুমি কি বলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্ত্তে চাও? তুমিতো অজ্ঞান নও, তুমিতো নিষ্ঠুর নও, আমাকে ছেড়ে দাও।

হর। ন্যাকাম ছাড়; স্বমানে সভায় বসো।

গোল। (করযোড়ে) হে শক্তি! অত চিন্তা করিতেছ কেন? আমরা তোমার প্রকৃত সাধক ব্যতীত আর কিছুই

নয়। সভায় এস, গৃহ পবিত্র কর, সভা উজ্জ্বল কর।
(ধরিবার উদ্‌যোগ)

জ্ঞান। নরাধম! আমায় ছুঁস্‌নে বল্‌ছি।

হর। নরাধম? আমার গুরুর অপমান!
(সজোরে জ্ঞানদাকে বসাইবার চেষ্টা)

জ্ঞান। (উচ্চৈঃস্বরে সরোদনে) এসময় সতীর সহায় কোথায় তুমি সতি! বাবা এসময় তুমি কোথায়।
(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে ভয় নেই মা)

রুদ্রমূর্ত্তি বিলাস অরবিন্দ ও যশীর প্রবেশ।

বিলা। (সজোরে হরকালীকে দূরে নিক্ষেপ করতঃ জ্ঞানদাকে ক্রোড়ে ধারণ ও জ্ঞানদার অত্যন্ত শরীর কম্পন) ভয় নেই মা। যশি! আ'জ তুই কি উপকার কল্লি! অরবিন্দ বাবু, বেটাদের একেবারে মেরে ফেলে দি!

অর। না, আর মা'র ধর কেন? পাপের ফল আপনারাই ভোগ কর্ব্বে। ধর্ম্ম আছেন।

বিলা। ধর্ম্ম? কলিকালে আবার ধর্ম্ম! ধর্ম্ম থাকলে কি এমন হয়! আমার এমন মার এমন দুর্গতি হয়! ও সব বালকের কথা, ও সব স্ত্রীলোকের কথা; ও সব মিথ্যা কথা। (গোলকের প্রতি) পাজি, বদমায়েশ! (গোলককে রীতিমত প্রহার।)

গোল। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে মেরে ফেল্লেরে—পুলিস্!

বিলা। পুলিস্? হা নরাধম! হা অকৃতজ্ঞ মাতাল! তুই আবার মুখ তুলে কথা কচ্চিস? আমাদের দেখে

তোর কিছুমাত্র লজ্জা হ'ল না? আবার মাথা তুলে, আবার ঐ পাপ মুখ তুলে পুলিস্ ব'লে ডাকছিস্? একবার ভাব্‌লিনে? একবার তোর ঐ পশু পরিত্যজ্য কার্য্য কর্ত্তে কিছুমাত্র বিচার কল্লিনে? ওরে মাতাল! ওরে পশ্বাধম! তোর পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কর দেখি—তোর এই লোক ঘৃণিত পিশাচ বর্জ্জিত ঘোর দুষ্কার্য্যের কথা একবার ভাব দেখি—দেখি তোর ললাট ফেটে প্রাণ বিনির্গত হয় কি না!—দেখি, তোর ঐ চণ্ডাল হৃদয় বিদীর্ণ হয় কি না! তোর পাপের ইয়ত্তা নেই, তোর যন্ত্রণার অবধি নেই। তোর পাপে বসুমতী সকম্পিতা, তোর পাপে সমুদ্র সলিল বিশুষ্ক! ঐ দেখ পামর, ঐ আকাশ পানে চেয়ে দেখ—অনন্ত নরক তোকে গ্রাস্ কর্ত্তে সমুদ্যত হয়েছে! উঃ!—ওকে? মহেশ বাবু? ধন্য তোমার জন্ম! তোমার জন্মে ধরাতল পবিত্র হ'য়েছে—তোমার স্পর্শে জাহ্নবীরও পাপ ভার কমে গিয়েছে। ওরে পশু! তুই বেঁচে আছিস্ কেন বল্‌তে পারিস্? বেশ্যার অন্ন যার জীবন, পাপ বৃত্তি যার ব্যবসা, বিশেষতঃ সতী রমণীর সতীত্ব নষ্ট যার নিত্যধর্ম্ম—তার এখনই মৃত্যুবিধি। আয় আগে তোকেই শেষ করি—তোর উপর আমার আরও রাগ হ'চ্চে।

মহেশ। আমার উপর রাগ হবেই তো; আমি পেণ্ডি মাল কি না। ওদের কাছে ঘেঁস্‌তে পাল্লেন না, ওরা হ'ল হৃষ্টপুষ্ট।

হর। বাহার যাও সব।

বিলা। চোপ্ রও।

উমাচরণের প্রবেশ।

উমা। কি কাণ্ড হ্যা অরবিন্দ বাবু? এ সব কি, বিলাস বাবু, এলাহাবাদ যাওনি?

বিলা। আর মশায় এলাহাবাদ!

উমা। কি রকম হ্যা?

বিলা। কি রকম আর কি ক'রে বলবো বলুন; গুণবতী যশী আমার মুখ রক্ষা করেছে। সেদিন জানেন, ও সালিসিদের নিকট পাঠাতে অস্বীকার কল্লে, আমি ভেবে চিন্তে আর না পেরে অরবিন্দ বাবুর সহিত পরামর্শ ক'রে এলাহাবাদ ফিরে যাওয়াই স্থির কল্লেম। পরস্ব যাওয়ার উদ্‌যোগ কচ্চি—এমন সময়, যশী এসে আমাকে বল্লে আপনার আ'জ যাওয়া হবেনা। আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম কেন? যশী বল্লে ওরা জ্ঞানদাকে নিয়ে শনিবারে শক্তি উপাসনা কর্‌বে—আমি বৈঠক্‌খানা থেকে শুনে এলুম। আমি তো অবাক, শক্তি উপাসনা কারে বলে শুনেই তো হতজ্ঞান! অরবিন্দ বাবু যশীর মুখে ঐ কথা শুনে ভয় কাতর স্বরে আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন আপনার শনিবার পর্য্যন্ত এখানে থাকৃতে হচ্চে। আমি আরও বিস্মিত ও ভীত হয়ে পুনরায় অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্লেম ব্যাপার কি? উনি

বল্লেন, "এখানে একজন চিকিৎসক আছে, তার একটী রাখিত বেশ্যা আছে, সেই বেশ্যাটাকে মদ খাইয়ে শনি মঙ্গল বারে তাকে নিয়ে নানা কাণ্ড কারখানা করে; আমার ভয় হচ্চে পাছে বৌউ মাকে নিয়ে এরা সেই রকম করে!" আমি শুনে স্তম্ভিত! আর এলাবাদ যায় কে। আ'জ সকাল থেকে আমরা সকলে পাহারা দিচ্ছি—দিন মানে কিছুই না; রাত্রি ১০ টার সময় হরকালী বাড়ী থেকে বেরুল দেখলেম, সেই সময় যদি এসে জ্ঞানকে নিয়ে যাই, তো করি ভাল, কিন্তু অরবিন্দ বাবুর মত হ'ল না। কাজেই সকলে দাঁড়িয়ে রা'ত জাগতে লাগলেম্। ২।৩ ঘণ্টা বাদে আবার বাবুরো সব এসে ঢুক্‌লেন। আমিও সেই সঙ্গে আস্‌ছিলেম—তখনও অরবিন্দ বাবু আস্‌তে দিলেন না—বল্লেন "যখন আমরা এসে পড়েছি তখন ভয় কি ?"

উমা। তবে তোমরা কখন এলে ? কোনরূপ অত্যাচার হইনি তো ?

বিলা। আজ্ঞে না; আর একটু না এলে হ'তো বটে। অরবিন্দবাবু আস্‌তে দিলেন না—আমি দাঁড়িয়ে কাটা কইয়ের মত ছট্‌ফট্ কর্ত্তে লাগ্‌লেম। অনেক ক্ষণ বাদে মায়ের কান্না শুন্‌তে পেলেম; একটু জোরে না কাঁদ্‌লে আমার সর্ব্বনাশ হ'তো। মা আমার নিখুঁত সতী, তাই রক্ষা হ'ল, নইলে আমাদের, বিশেষ অরবিন্দ বাবুর যে রকম বুঝবের ভুল হইছিল, তাতে নিশ্চয়ই

সর্ব্বনাশ হ'ত। একি সহজ ভুল? বাড়ী এসে, স্বচক্ষে ওদের বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখে আমরা অবাক জড়ের মত পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেম।

উমা। অরবিন্দ, এ রকম মন হ'ল কেন? ওরা যখন বাড়ী এসে প'ড়লো তা'দেখেও স্থির ছিলে কি বলে?

অর। কি জানি, ভাব্‌লেম হয়তো ওরা একটু ব'সে আবার এখুনি বেরিয়ে যাবে; মিছে মিছে রাত্রে একটা ধাসাম কর্ব্বো। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সেটি আমার বুঝবের সম্পূর্ণ ভুল!

বিলা। এসে দেখি, দুর্জ্জয় দস্যু আমার গুণধর জামাই, আমার মাকে সেখানে বসাতে চেষ্টা কচ্চেন, গলা-টিপে ধরেছেন; মা আমার উন্মাদিনী—দুইচক্ষু জবা কুসুম—নিষ্কলঙ্ক বদন চন্দ্র কালিমায় আবৃত;—দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল, ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল, সেই ঝোঁকে ক'জনকেই নিকেশ্ কর্ত্তেম্, কেবল অরবিন্দ বাবু বারণ কল্লেন ব'লে, ওদের নিস্তার।

উমা। ওঃ-কি ভয়ানক! যাইহোক্ যশী বড় উপকার করেছে।

বিলা। যশী নারীরূপে সতীশ্বরী ভগবতী; আমাকে বাঁচাতে—আমার কুল, মান, লজ্জা রক্ষা কর্ত্তে যশীর আবির্ভাব; যশীর গুণ বর্ণনাতীত।

উমা। চল সব; বৌমাকে নিয়ে এনরক থেকে সব উদ্ধার হই।

অর। আর কেন—আর এখানে কি?

বিলা। যশি, মার কাঁপুনীটি একটু নরম পড়েছে কি?

যশী। হ্যাঁ, এখন আর গা' কাঁপ্‌ছে না।

বিলা। তবে কোলে লও।

(জ্ঞানদাকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রে যশী, প চাতে বিলাস অরবিন্দ, উমাচণের প্রস্থানোদ্‌যোগ সহসা হরকালী বিকট চীৎকারের সহিত)

পুলিস্! আবি হি য়া আও ; আমার অমতে, আমায় খুন করে দস্যুগণ আমার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। (বেগে-যশীর নিকটে গমন করতঃ যশীর হস্ত ধরিয়া টানন)

বিলা। চোপ রও পাজি।—(হরকালীকে ধাক্কাদান ও হরকালীর ভূতলে পতন)

জ্ঞান। (স্বগত) জগদীশ্বর! আমার প্রাণেশ্বরকে রক্ষা কর।

হরকালী, গোলক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হর। (উঠিয়া) উঃ! শালা যেন লৌহ মুদ্গর! গুরুদেব! কিছুই হ'ল না। আসুন একটু একটু টেনে নিদ্রা যাই।

মহে। প্যায়দাসাহেব রোজা, কাজে কাজেই।

(সকলের মদ্যপান করতঃ শয়ন ও নিদ্রা)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বেশ্যাপল্লী—ভামিনীর গৃহ)

ভামিনী উপবিষ্টা।

ভামি। এইবার বিধাতা দিন দিয়েছে—এতেও যদি গোলকের সঙ্গে না বিবাদ বাধিয়ে দিতে পারি, তবে আর আমার উপায় নেই। বেইমান্‌দের জন্যে যে, দু'কথা হরবাবুকে বুঝিয়ে বলি তারও যো নেই; যখন আস্‌বে, আপদগুল অমনি সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে—বিশেষ গোল্‌কা এক তিলের জন্যও কাছ ছাড়া হয় না। এমন একটু ফাঁক্‌ পাইনে যে, ভাল ক'রে মন্ত্র ঝাড়ি! গোল্‌কা আমার দুই চক্ষের বিষ! এমন বাবুটি পেয়ে কিছু কর্ত্তে পাল্লেম না! হায় হায়, এ দুঃখ আমার আর রাখবার জায়গা নেই। গোলকা আমায় ঠকালে! এই বয়েসে কত জনকে সাবাড় কল্লেম, কত চালাক চতুর, দিষ্টিকৃপণকে উচ্ছন্নে দিলেম, শেষ কি না একটা বুড়র কাছে ঠ'কে গেলেম! না, আর ভেবে চিন্তে পারি নে—আজ ওদের দুটকে স্পষ্ট ব'লবো এখানে তারা যেন না আসে। গা'ল দে, ঝাঁটা মেরে যাতে

পারি ময়শাকে আর গোলকাকে তাড়াব। কিন্তু যদি ওরা না এলে হরবাবুও না আসে? তা হ'লে তো সব মতলব মাটী হবে। না—তা হবে না, হরকালী বাবুর মেয়েমানুষ চাই, মেয়েমানুষ না হ'লে ও একদণ্ড থাকৃতে পার্ব্বে না—এটী আমি নিশ্চয় জানি। আমায় ত্যাগ কর্ত্তে গোলকাও বোধ হয় পরামর্শ দেবে না, আমি জানি হর বাবুর যাতে ঝোঁক পড়ে, গোলক তাতে বারণ করে না—তবে টাকা খরচের সময় দেখিচি বাধা দেয়; তা, ভাববে আমাকে ২।৪ টাকা ক'রে দিলেই হবে, এই ভেবে দিষ্টিবিষ নিরস্ত হ'তে পারে। যাই হোক্, এমনও তো কিছু হ'ল না, দেখি এক খেল খেলে, না হয় নেই নেই। ওরা দূর হ'লে হর বাবু একা হ'লে সব ঠিক্ ক'রে নিতে পার্ব্বো। হর বাবুকে একা সন্ধ্যাবেলা আস্‌তে বলিচি—একা কি আস্‌বে না? এলেও পারে। ঐ যে নাম কর্ত্তে কর্ত্তে।—

হরকালী বাবুর প্রবেশ।

হর। ভামিনি! আমার উপর আজ এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা হ'ল কেন? গুরুদেবকে আন্‌তে পার্ব্বো না—মহেশকে আন্‌তে পার্ব্বো না—এরূপ আজ্ঞার কারণ কি? প্রাণেশ্বরি! তুমি বিশেষ ক'রে একা আস্‌তে বলেছ,—একা না এলে পাছে রাগ কর, সেই ভয়েতে তাঁদের না ব'লে নিজে চলে এলেম। কিন্তু তাতে

আমার সুখ হ'চ্চে না। গুরুদেব বিনা আমি একদণ্ড থাক্‌তে পারিনে।

ভামি। হরকালী বাবু! আমি জানি তুমি লেখা পড়া জান, তোমার দিব্যজ্ঞানও আছে। মদ খাও ব'লে তুমি অজ্ঞান নও। কেন একা আস্‌তে বলিচি, তার অনেক কারণ আছে। শোন, যদিও আমি বেশ্যা হইচি, আমার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে যদিও আমি নীচ কাজে রত রইচি, কিন্তু তাতে তুমি আমায় ঘৃণা করো না। আমি বেশ্যা, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ বেশ্যার ব্যবহারে বড় নারাজ। আমি এখন জ্ঞান পেয়েছি, তাই তোমাকে রোজ বলি বলি করি, কিন্তু বলার ফাঁক্ পাইনে—তাই একা আস্‌তে বলিচি। হরকালী বাবু, প্রণয় এক জনের সঙ্গে হতে পারে, দশ জনের সহিত ভালবাসা হয় না—তা তুমি জান। আমি কি ব'লবো—তোমাকে প্রথম দিন দেখে অবধি আমি আপন হারা হইচি, আমি আর অন্য পুরুষের সহিত আলাপ পর্য্যন্ত কর্ত্তে ইচ্ছা করিনে; তোমার ঐ সুন্দর রূপ আমায় পাগল করেছে। আমার গোলক মহেশের দিগে তাকাতে ঘৃণা করে, বল দেখি আমি কি ক'রে ওদের সহিত ইয়ারকি দিই? তুমি আমাকে কিছু দিও না, আমি তোমার কাছে একটী পয়সারও প্রয়াসী নই। তুমি সর্ব্বদা আমার চ'কের উপর থাক, আমি সর্ব্বদা তোমায় দেখি, এই আমার বাসনা।

হর। কেন ভামিনি, গোলক মহেশ তো আমার পর নয়,

আমিও যে—ওঁরাও তাই—একপ্রাণ একমন। আমার বউকে পর্য্যন্ত এ কথা বলিচি।

ভামি। আচ্ছা, তোমার বউকে যে ওদের কাছে নিয়ে গিয়ে এত ঢলাঢলি ক'ল্লে, তাতে তোমার লজ্জা হ'ল না? হরবাবু! তুমি আমায় যাই ভাব, কিন্তু আমি তোমার হিতের জন্যই বেড়াই। শোন, গোলকের মতলবে ফির না, ও বড় ভয়ঙ্কর লোক! তোমায় কতবার বলিচি. এখনও বলছি, ওকে তুমি ত্যাগ কর। তোমার স্ত্রীর উপর ওর ভারি ঝোঁক—এতো তুমি চ'কের উপর দেখ্‌ছ, তবু ওর মতলব বুঝতে পার না?

হর। ভামিনি! তোমার পায় পড়ি, তুমি গুরুদেবের নিন্দে ক'র না। আচ্ছা ব'স, আমি এখনি আস্‌ছি।

সহসা প্রস্থান।

ভামি। হরিবোল হরি! ভাবলেম এক, হ'ল আর এক। মনে কল্লুম ওর স্ত্রীকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারীটে হ'ল, সেটা বুঝিয়ে বল্লে গোলকের উপর চটতে পারে; কিন্তু কিছুই হ'ল না। কি করি, টাকার বড় দরকার—টাকা! টাকা! টাকা! যে উপায়ে পারি টাকা হাত কর্ত্তে হবে। প্রাণপণ কর্ব্বো, তবু লোভ ছাড়ব না। টাকার বড় দরকার! টাকায় সুখ, টাকায় স্বস্তি, টাকার বড় দরকার। কিন্তু কি ক'রে নেব, কে এমন সুপরামর্শ দেবে—কে টাকা নেওয়ার কৌশল

শিখিয়ে দেবে—কার কাছে যাই! টাকার লোভ ছা'ড়্‌তে পার্ব্বো না। গোলক! তুই এখনিই মর! এখনিই মর! (দন্ত কিড়িমিড়ি পূর্ব্বক আঙ্গুল মট্‌কান) ওরে, তুই তো আমার আশা ভাসিয়ে দিলি। যাই দিদির কাছে যাই; দিদি! দিদি! তোমার কাঙ্গালিনী বোন্‌কে বাঁচাও—মন্ত্র বলে দেও। টাকা, টাকা, টাকা!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলক বাবুর বৈঠকখানা।

মহেশের প্রবেশ।

খুন! কাজ্‌টা যেন, নেহাত অন্যায় হয়! আমি যে আমি, আমারও প্রাণটা যেন এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। বেচারি নিরেট ভাল মানুষ, এ কাজটা না কল্লে হ'ত। গুরুদেবের ইচ্ছা—হয় হ'য়ে যাক্। নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ! ভামিনীর অহঙ্কারটাও ঘুচে যায়, আমারও হাড় জুড়োয়। গুরুদেব বড় কেও লোকটা নন, ভাল না হ'লে, আমাদের জয় জয় কার না হ'লে তিনি কি আর এ কাজ করেন।

গোলকের প্রবেশ।

গোল। মহেশ, সব যোগাড় হয়েছে ?

মহে। সব প্রস্তুত। শ্যামপিন দুটো, হাঁসের ডিম ভাজা, আর ঐ ছুরী—বেবাক যোগাড় ; এখন খোলা কাট্‌লে হয়। আ'জ যেন আগে মদ খেয়ে বেহেড্‌ হবেন না।

গোল। বেহেড় ? হা মহেশ ! বেহেড্‌ হব ? এত মদ খাই, আমাকে কি কখন বেহেড্‌ হ'তে দেখেছ মহেশ ? আমি বেহেড্‌ হ'লে কি রক্ষা থাক্‌তো—তা'হলে কি এত দিন ওর একটি পয়সাও থাক্‌তো ? তা'হলে এত দিন ভামিনীর মনোরথ পরিপূর্ণ হ'ত—রাজ রাজেশ্বরী হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পার্ত্তে। মহেশ ! আমি আশ্চর্য্য মাতাল, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত মদ খেয়েও অটল থাকি, কিছুমাত্র নেশা হয়না। লোকে বলে মদ খেলে জ্ঞান থাকেনা, বুদ্ধি একেবারে খেলেনা, এসমস্তই ভুলকথা। তার সাক্ষি দেখনা কেন, এত মদ খাই, কিন্তু এক দিনের জন্যেও আমার উন্মত্ততা জান্‌তে পেরেছ কি ? ইয়ারকি দি, হাসি খেলি, কিন্তু নিজের কাজ একদণ্ডের জন্যও ভুলিনি। আমার গোড়া থেকে মতলবই এই—ওকে ওর দাদার সহিত ভিন্নকরিয়ে মদ খাওয়াতে শেখাব, বেশ্‌ কয়ে শিক্ষা দিয়ে পরিশেষে যখন সময় হবে, তখন মেরে ফেলে সমস্ত টাকাগুলি হাত কর্ব্বো।

মহে। আচ্ছা, আপনার একটুও মায়া হচ্চেনা ?

গোল। মায়া? আমার আবার মায়া! মায়া মোহ কিছু জানিনে মহেশ! আমার মায়া মদে; মদ আমার সাক্ষাৎ স্বর্গ—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান দেবতা! কাজ হাঁসিল অনেক দিন কর্ত্তেম, কিন্তু কেবল এক প্রতিবন্ধকে এত দিন পেরে উঠিনি; এখন সে আশা দূর হ'য়েছে, সে সুখ সমূলে সংহার হ'য়েছে। মহেশ! এমনি কৌশল করেছি যে, যখন যা' বলিছি তাই করেছে। সংকল্প প্রায় সকলই সিদ্ধি হ'য়েছে, একটি বাসনা কেবল অপূর্ণ—কেবল একটি মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ রইল, সেই ক্ষোভটিই প্রধান, সেই ইচ্ছাটিই জীবনের একমাত্র সুখাকর—জ্ঞানদা! এত কল, এত কৌশল করেও জ্ঞানদাকে লাভ কর্ত্তে পাল্লেমনা। যাক্, মানুষের সকল আশা মেটেনা, সকল দুঃখ ঘোচেনা। তার আর কি কর্ব্বো বল। মহেশ, অনেক বেশ্যা দেখেছি, অনেক কুলকামিনী চ'কে পড়েছে, কিন্তু ভাই জ্ঞানদার মত সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখিনি। কিকরেই মুখের গ্রাসটি কেড়ে নিলে।

মহে। হর বাবুকে, আচ্ছা জাদু করেছেন কিন্তু। সে দিন বল্লে, "গুরুদেব, আপনি যদি বারণ করেন তবে আমিও ভামিনীকে ত্যাগ করি।"

গোল। ভামিনীর গুমোর কেবল ফাঁকা আওয়াজ। বিটী কি অত্যাচারই যে আমাদের উপর করেছে তার সীমা নেই। ভাবলে আমাদের তাড়িয়ে দিলে হরকালী ওর বশ হবে—পয়সা সব নিতে পার্ব্বে, সেই জন্যে নানা উপদ্রব

ক'রে তোমায় আমায় শীঘ্র শীঘ্র তাড়ালে। আরে তাওকি হয়? হয়কালীকে গোলক যে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে---তারকি।

মহে। শালী ভারি নেমকহারাম। গুরুদেব! ওকে কিনা না দিইচি, ওর জন্যে কিনা করিচি। একবারও ভাবলে না, শেষে ঝাঁটা নাতি মেরে তাড়িয়ে দিলে—পয়সা নেই বলে, এতদূর কল্লে, একটু চক্ষু লজ্জাও কল্লেনা।

গোল। দুর্গাবল। বেশ্যার আবার চক্ষু লজ্জা! মদই সার বাবা।

মহে। আচ্ছা গুরুদেব! হরবাবুকে মেরে, বেশী কি লাভ হবে?

গোল। নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ! নিষ্কণ্টকে মদের আড্ডা।

মহে। না মাল্লে কণ্টকই বা কি?

গোল। মহেশ! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমার সহিত আমার অন্তরে অন্তরে এক মিল। মনের কথা বরাবর সবই ব'লে আস্‌ছি, আ'জ আর নূতন করে কিছু বোঝাবার সময় নেই। মনে কর, না মাল্লে টাকাগুলি কি আমার হবে? টাকার আমার বড় দরকার। প্রত্যহ মদ চাই; আমার পুঁজিপাটা যা' ছিল, সবই ঘুচে গিয়েছে। এই বয়েসে মদের জন্যে শেষে কার কাছে গে ভিক্ষা কর্ব্বো? যদি বল, যা বল্‌ছি সবই তো হচ্চে, কিন্তু মানুষের মন—চিরদিনই কি সমান যাবে? আবার ওর মন ফির্ত্তে কতক্ষণ? সে সব তর্ক

এখন থাক—আমি অনেক বুঝেই একাজ কচ্চি। না মাল্লে নিষ্কণ্টক হব না, টাকাও হাত কর্ত্তে পারবো না। একথা আমার প্রথম সংস্কার, এযুক্তি আমার গোড়ায় আঁটুনি—এর অন্যথা হবে না। শোন এক কথা বলি, তুমি খুন করেই সাঁ করে আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে—বরাবর ওর বাড়ী যাবে, গিয়ে টাকাগুলি সিন্ধুক থেকে সমস্ত বা'র করে নিয়ে শীঘ্র ফিরে আস্‌বে। আমি ততক্ষণ লাশ নিয়ে ব'সে থাক্‌ব, তুমি এলে, এই রাত্রেই লাশ নিয়ে ভামিনীর ঘরের দাওয়ার উপর ফেলে রেখে আস্‌বো; প্রভাতে আমাদের কেউ শোভে কর্ত্তে পারবে না। আমরা হরকালীকে মেরেছি, কে বিশ্বাস কর্ব্বে ?

মহে। ভামিনী যদি টের পায় ?

গোল। আরে পাগল! "আটে কাটে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়।" সে সব ঠিক্ না ক'রে কি আ'জ এই কাজে অম্‌নি অগ্রসর হলেম ? ভামিনী আ'জ বাডী নেই, তার দিদির বাড়ী গিয়েছে—ঘরে আ'জ চাবি বন্ধ।

মহে। তা হ'লে ঠিক্ হ'য়েছে। আচ্ছা, আমাদের তো কেউ শোভে কর্ব্বে না সত্য, কিন্তু যখন টাকার তদন্ত হবে, তখন কি কর্ব্বেন ?

গোল। আমরা ব'ল্‌বো, টাকা হর্‌কালী নিজেই খরচ কর্ত্ত, টাকা ওর আছে কি না আমরা কি জানি। উজন ভামিনীর ঘাড়ে চাপ দেব, ব'লবো ভামিনী জানে। লোকেও সহজে বিশ্বাস করবে।

মহে। ছুরী কি বুকে বসাব? তা' না ক'রে আপনি একটা গুঁড়োর কথা সে দিন বলছিলেন, তাই কেন মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিন না।

গোল। আহা, তা হলে তো বড় ভালই হত; কিন্তু সদা নাউ কুম্‌ড়ো ফলান, হটাৎ তা' আজ যোগাড় হ'য়ে উঠ্‌লো না। আজ তো নিকেশ করার কথা নয়, কেবল ভামিনী আ'জ বাড়ী নেই ব'লেই মত করা গেল। তা যাক্‌, একটা পুর শ্যামপীন্‌ খাওয়ালে খোর নেশা হবে, সেই অবকাশেই। আর শোন, আমিত খাবই না—তোমাকে খেতে বল্লে খেয়ো না— ব'ল, দিনমানে অনেক খেইচি এখন আর পারি নে। কি জানি, তেমোর নেশা টেশা হ'য়ে পড়লে বড় গোলযোগ হবে। মহেশ! দুই জনে আমার বাড়ী আড্ডা গাড়বো, যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো কেবল মদ—কেবল মদ; বেশ্যা টেশ্যা আর নয়। ঐ আস্‌ছে বুঝি!—

হরকালীর প্রবেশ।

হর। গুরুদেব, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ভামিনী আমার হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

গোল। কি বল্লে—কি বল্লে? হাজার টাকা নিয়ে চম্পট্‌ দিয়েছে? হাজার টাকা! কেন? কেন? হাজার টাকা সে পেলে কি করে? হাজার টাকা!

হর। গুরুদেব, তুমি অন্তর্যামী ভগবান! তোমাকে না ব'লে

যেমন আমি তার কাছে রেখেছিলেম তেম্‌নি ফল পেইচি।

গোল। হাজার টাকা! কেন, তার কাছে রেখেছিলে কেন? আর সিন্দুকের চাবি তো আমার কাছে থাকে, তবে সে টাকা পেলেই বা কি ক'রে?

হর। ওগো, রায় মশাই যে কাল রাত্রে সেই টাকাগুলি দিয়েছিলেন। আমি রাত্রে আর এখানে আপনার কাছে না রেখে, ভামিনীর কাছে রেখেছিলেম, সকালে আন্‌তে মনে হয় নাই। ভেবেছিলেম দুপুর বেলা গে নিয়ে আস্‌বো। দুপুর বেলা গে ওখানে শুন্‌লেম, সে তার দিদির বাড়ী গিয়েছে। এখন কেশব বল্লে তার দিদির বাড়ী সে নেই; নাকি চম্পট দিয়েছে।

গোল। (স্বগত) "কার শ্রাদ্ধ কে করে, খোলা কেটে বামন মরে।" আহা! কি সর্ব্বনাশই হ'ল! ও টাকাটার কথা যে আমার আদৌ মনে ছিল না—তা হ'লে কি হাত থেকে যায়! ভামিনী আমায় ঠকিয়ে গেল হ্যা! যা'ক্ তারও কিছু হ'ল। (প্রকাশ্যে) যা'ক্, তা' আর ভেবে কি হবে। এদিকে আ'জ খুব যোগাড়, খুব আমোদ কর। ও শালীকে চিরকালই জানি! তবে তোমার ঝোঁক পড়্‌ল, কাজেই চুপ করে রইলেম—বারণ কল্লেম না।

হর। ছেড়ে দিন ওকথা। আ'জ কি এত যোগাড়?

গোল। আজ খুব যোগাড়। সন্ধ্যাকালে বড় ইচ্ছা হ'ল,

৪টা শ্যাম্‌পিন্ আন্‌লেম, যোগাড় করে হাঁসের ডিম আন্‌লেম, তুমি না আস্‌তে আস্‌তে দুটো আমরা দুই জনে নিকেশ্ ক'রিচি; রাগ কর'না—আ'জ আর দেরি সইল না—বলবতী পিপাসা।

হর। ভেরিগুড্ কাজ করেছেন। রাগ কি। হাসের ডিম্ ভাজা চাট?—আজতো ঘুম হবে না—সমস্ত রা'ত পাঁচ শো আমোদ করা যাক। কই মহেশ! দে'খ একবার শ্যাম্‌পীন্!

(মহেশের হরকালীকে বোতল ও হংসডিম্ব প্রদান)

হর। গুরুদেব! ধরুন।

গোল। না, আমি আর না। অনেক হ'য়েছে।

হর। প্রসাদী করে দিন, সংশোধন করুন, এক গ্লাস খান।

গোল। অবশ্য (মনে মনে মন্ত্র পাঠ করণানন্তর গ্লাসে মদ ঢালিয়া এক গ্লাস মদ্য পান)।

হর! মহেশ! ধর এক গ্লাস।

গোল। না, ওকে আর দিও না। বেশী খেলে হেগে মুতে মর্ব্বে।

হর। গুরুদেব! তবে বোতলে চুমুক মারি, গ্লাসে আর দরকার নেই একটাই সাবাড় করি।

গোল। তা, হলে বড় সন্তুষ্ট হই। একটাই সাবাড় করো।

হর। যে আজ্ঞে। (বোতলে চুমুক দিয়া মদ্যপান)।

গোল। ভেরিগুড্, ভেরিগুড্! (মহেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ)।

হর। গুরুদেব! গান ধরি না কেন?

গোল। অবশ্য।

(হর কর্তৃক গীত)

ভজ শুদ্ধ সুরাদেবী যদি স্বর্গ পাবে হাতে।
না ভজিলে ছাই তব পড়িবে ভোজন পাতে।
মদ মাংস আদি যত, খাও সবে অবিরত,
নারীপ্রেমে হও রত, এই উক্তি তন্ত্র মতেতে।

(গীত সমাপ্তে নৃত্য করণ।)

মহে। (মৃদুস্বরে) গুরুদেব, ধরেছে!

গোল। (মৃদুস্বরে) ধর্ব্বেনা—একটা শ্যামপীন্ সহজ কথা?

মহে। (মৃদুস্বরে) এত শীগ্‌গির ধল্লো?

গোল। (মৃদুস্বরে) আর দেরি কেন? লাগাও।

মহে। (মৃদুস্বরে) আর একটু দেরি।

গোল। (মৃদুস্বরে) আবার দেরি কেন? ঠিক্ হ'য়েছে. দেখ্‌ছোনা নাচ্‌বের ঘটা!

মহে। (মৃদুস্বরে) তবে উঠি।

(মহেশ কর্তৃক সবলে হরকালীকে ভূতলে ফেলিয়া বক্ষে ছুরীকাঘাৎ ও হরকালীর বক্ষঃ হইতে প্রবল বেগে শোণিত বিনির্গত।)

মহে। ও-হ-কি কল্লেম! ও গোলক কি কল্লি?

গোল। চুপকর, ব্যস্ত হয়োনা; এখনও মরেনি।

মহে। ও-হো হো—কি কল্লেম! সমস্ত দেহ রক্তে প্লাবিত।

(প্রস্থানোদ্যত)

গোল। ওকি? কোথায় যাও? এরকম ক'চ্ছ কেন?

(সম্মুখ অবরোধ)

মহে। ও হো—হো, দেহ রক্তে প্লাবিত! পিশাচ!—

গোলককে ঠেলিয়া ফেলিয়া বেগে প্রস্থান।

গোল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথায় যাও? একি হল!

বেগে প্রস্থান।

হর। (চক্ষুরুন্মীলন করতঃ) পালালে? নরাধমেরা পালালে! ধর্ত্তে পার্ব্বেনা! প্রায়শ্চিত্ত হবে না!—উঃ!—কি অভাবনীয় কল্পনা! কুটীলের কি অদ্ভুত কুচক্র! কি ভীষণ ব্যাপার! এতো এক দিনও ভাবিনি। ওঃ— এখন যে সব মনে হ'ল! জ'ম্মে যা' যা' করিচি, এই পাপ শরীরে পশুর অধম হ'য়ে যা' যা' করিচি এখন যে সব মনে হল! এ পবিত্র জ্ঞান এত দিন কোথায় ছিল! এখন কেন হ'ল—এখন কেন হ'ল! মদের পরিণাম দেখ্‌বের জন্য! মদের ভবিষ্যৎ ফল জানবের জন্যে? কিন্তু বৃথা! বৃথা! এখন জেনে আর কি হবে। উঃ! এতো একদিনও ভাবিনি। ভাবিনি বল্‌ছি! কি ভেবেছি! কি কাজ ভেবে করেছি! পশু পক্ষীও একটা ভেবেকাজ করে— কিন্তু আমি এমনি অধম যে এই পূণ্যময় সংসারে এসে কোন কাজ কর্ত্তেই ভাবিনি! সব পাপ সহ্য হবে, সবপাপ বহন কর্ব্বো। কিন্তু একটি কাজ! একটি পাপ! না—না মনে কর্ত্তে পাল্লেম না। দয়াময়

হরি! স্মৃতিনাশ কর, প্রাণবায়ু নির্গত কর। আমি পার্ব্বো না, আমি সে পাপ—সে কাজ মনে কর্ত্তে পারবো না। না না জগদীশ্বর! একবার নামটি মনে করে দাও; পাপেরমুখে, মদের মুখে, একবার সতীর—একবার পতিপ্রাণার নামটি মনে করে দাও। মুখ পবিত্রকরি—পাপ অবসান করি। নামটি কি—জ্ঞানদা! আঃ! তৃপ্তহলেম, সহস্র বৃশ্চিকের দংশন হ'তে অনেক রক্ষাপেলেম। এখন মৃত্যুকালে একবার সেই নাম জপ করি; পাপদূরে যাবে, নরক যন্ত্রণা তিরোহিত হবে। জ্ঞানদা! অধম পতির অপরাধ কি মার্জ্জনা কর্ব্বে না? না—না সতি! তুমি আর আমার দিকে ফির না। আবার মনে হ'ল—আবার যন্ত্রণা বাড়লো। ওরে পাষণ্ড হরকালি! সতী সহধর্ম্মিণীর উপর এই উপদ্রব! সতীকে মাতাল সভায় আনয়ন! পতিকর্ত্তৃক—পতির পাষণ্ড ইয়ার কর্ত্তৃক সতীকে মদ খেতে অনুমতি! আরও আছে—আর ব'লতে পারিনে। হায় হায়, সেই হতেই বঞ্চিত, সেইদিন হতেই একেবারে এজীবনের মত বঞ্চিত হইছি। সেইদিন হতেই প্রিয়ে, তুমি আমায় ত্যাগ করেছ, সেইদিন হতেই তোমার পবিত্র চক্ষুঃ এ নরাধমের উপর আর পতিত হইনি। প্রিয়ে, একবার এস, একবার সম্মুখে দাঁড়াও। আমার প্রাণের জন্ম এয়োতি! একবার প্রসন্না হও, আমায় পরকালে অব্যাহতি দেও না, আর হ'লনা—নাম জপ আর কর্ত্তে পারলেম না! প্রাণ অবসাদ—দেহ কম্পিত—

চক্ষুঃ অন্ধকার—আর না। কষ্টে সৃষ্টে আর দুটি নাম করি—দাদা আর বড় বউ। দাদা বড় যত্নে মানুষ করেছিলে, বড় ভাল বাস্তে, কি আমি তার সমুচিত প্রতিফল তোমায় দিইচি। বড় বউ! আমার পূজনীয়া হিতৈষিণী মাতৃদেবি! একবার সেই রকম ক'রে, সেই আদরমাখা স্বরে একবার আমায় হর বলে ডাক। বড় বউ! একটী আবদার,—মৃত্যুকালে, অন্তিমকালে তোমার হরর একটী আবদার শোন—তোমার জন্ম-এয়োস্ত্রীকে দেখো, চিরদিন তাকে রক্ষা করেছ—স্নেহভরে রেখেছ, এখনও সেই স্নেহে, সেই যত্নে তাকে রক্ষা ক'র। জগদীশ্বর! আমি পাপী, আমার প্রার্থনা তোমার কাছে অগ্রাহ্য—কিন্তু দেব! এই অধমের একটী কথা শোন—যেন 'নরে' আর মদ খায় না। এমন সর্ব্বনেশে নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে অভাগ্য মানবগণ, যেন সকল কাজ ভুলে যায় না, সকল সুখ নষ্ট করে না। না, আর পারিনে, একটু জল—একটু জল কে দেবে?—পাপীর কথা কে শুনবে? পাষণ্ড গোলক—মহেশ! কি অপরাধে খুন—জল—জল—জ্ঞানদা—জ্ঞা—নী—জন্ম-এয়োস্ত্রি!—

(মৃত্যু)

উন্মাদ বেশে মহেশের প্রবেশ।

মহে। উঃ! দেহ রক্তে প্লাবিত। যা চন্দ্র অস্তে গেছে—ভামিনীর দেহ রক্তে প্লাবিত!—আমার প্রাণের

গোপালের এমন দশা! ছি, ছি, ধূলায় শয়ন, মুদে নয়ন, রক্ত পড়ে গায়, মুখ দেখে, বুক ফাটে কোথা যাব হায়। দেহ রক্তে প্লাবিত, রক্তের স্রোত, রক্তের নদি! গোলক, নৌকা নিয়ে আয়, হা'ল ধর, মহেশ, দাঁড় টান্।—

(হরকালীর মৃত দেহের নিকট উপবিষ্ট হইয়া তদীয় মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে রক্ষা করণ)

গোলকের প্রবেশ।

গোল। মহেশ! এসেছ? আমি তোমায় ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে এলেম। যাও, ওঠ। রাত্রি যে প্রায় প্রভাত হয়।

মহে। দেহ রক্তে প্লাবিত কুকুর ভেসে যায়,
কি কাণ্ড কল্লি গোঁসাই মাল্লি এক ঘায়।

গোল। ওকি মহেশ? ওঠ।

মহে। কেমন দেখ, চাঁদের আলোয়, ভানুমতীর বাজি।
দেহ রক্তে প্লাবিত কল্লে মহেশ পাজি।
দেখে পায় হাসি হাসি হাসি।

(বিকট হাস্য)

গোল। ও মহেশ! একি? পাগল হ'লে নাকি?

মহে। মনে যার লাগে ব্যথা,
সে শোনে কি পরের কথা?
ওঠ আমার প্রাণের গোপাল!

(মৃত দেহ চুম্বন)

গোল। উঃ! মহেশও পাগল! কিন্তু পাগল হ'য়েও মহেশের উদার হৃদয়ের পরিচয়ও দিচ্চে। আমি কি কচ্চি! কিছুই না। আমার যে চারি পাদ পূর্ণ! মহেশও পাগল! গোলকের কি হবে! উঃ!—(উচ্চৈঃস্বরে) খুন—খুন, হরকীকে খুন করিচি। তোমরা এস, তোমরা যে যেখানে থাক, এসে গ্রেপ্তার কর—খুনে আসামীকে, বাঁধ। পুলিস্! পুলিস্! কি! ইংরাজ রাজত্বে পুলিস্ নেই!

বেগে প্রস্থান।

বেগে জ্ঞানদা ও তৎপশ্চাৎ যশীর প্রবেশ।

জ্ঞান। ওরে যা' ভেবেছি তাই রে! যা' শুন্‌লেম্ তাই রে!

(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

যশী। ওমা! একি কাণ্ড, রক্তের যে নদী হ'য়েছে।

বেগে অরবিন্দ বাবু ও তৎপশ্চাৎ নিতম্বিনীর প্রবেশ।

যশী। ও বড় কাকা! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

অর। একি? কে এমন কল্লে! আহা! আমি যে দেখতে পারিনে! বুক যে ফেটে গেল!

(হরকালীর মৃতদেহের নিকট উপবিষ্ট।)

যশি! বৌমাকে একটু দ্যাখ্। মহেশ! কে এমন কাজ কল্লে?

মহে। চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্র সাক্ষি আছে।
ভামিনীর মায়া গেল সব নিরাকার॥

অর। ওকি মহেশ? তোমার কথার যে কোন অর্থ পাইনে? শীঘ্র বল, কে এমন কাজ কল্লে, কার ঘাড়ে সাতটা মাথা?

মহে। নিরুত্তরে হেঁসে হেঁসে প্রাণফেটে যায়।
কুরুক্ষেত্রের অভিমন্যু ম'ল রণে হায়॥

(বিকট হাস্য ও উঠিয়া একটী লম্ফ দিয়া
পুনরায় পূর্ব্ব ভাবে অবস্থিতি।)

অর। একি?—মহেশও পাগল নাকি? আরে কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। কাকেইবা জিজ্ঞাসা করি। ভাই প্রাণাধিক্! আ'জ এ ভাবে শয়ন কেন? হরকালীরে আ'জ আমার সমস্ত দুঃখ উথলে উঠ্‌লো। ভাই একবার ওঠ। আমি তোমায় কিছু বলবো না— একেবার ওঠ। ও ভাই, কা'লও যে এতক্ষণ কত আমোদ করেছ; আজ ভাই, কি অভিমানে, কি দুঃখে সব বিসর্জ্জন দিয়ে চলে গেলে? হরকালি! আমার প্রাণের সহোদর! একবার কথা কও। ভাই কেন অভিমান? কেন আমার উপর রাগ করে নীরবে রয়েছ? ওঠ। আমি কিছু ব'লবো না—তোমার যা' ইচ্ছা হয় কর।

ভুজবদ্ধ গোলক্‌কে লইয়া কনষ্টেবল ও
হেড কনষ্টেবলের প্রবেশ।

অর। একি? গোলক বাবু, এ সব কি কাণ্ড?

গোল। কি কাণ্ড জাননা বড় বাবু? ও সব মাতালের মাতলাম, পাপীর পাপাচার, নারকীর অনাচার, চোরের চৌর্য্য, শঠের শঠতা, ধূর্ত্তের, ধূর্ত্ততা, ইতরের ইতরম, কি কাণ্ড জাননা অরবিন্দ বাবু?

অর। গোলক বাবু, কে এমন কাজ কল্লে, কোন নরাধম আমার সর্ব্বনাশ কল্লে?

গোল। কে কল্লে? আমি করিচি, টাকার লোভে আমি খুন করিচি; আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিচি। তোমার সোণার সংসার—ধর্ম্মের সংসার আমিই ছারখার দিইছি। আমার কত লোভ ছিল, তা আর ব'লবো না—অন্তিম সময়ে সে পাপ লোভের কথা আর ব'লবো না। কই? কই আমার মা কৈ? সতী কুলেশ্বরী জ্ঞানদা কই? এই যে, এই মাত্র মাকে এখানে দেখলেম। মা! মা গো! ওমা একবার প্রসন্না হও। সতি! আমায় পরকালে অব্যাহতি দেও।

অর। তুমি খুন করেছ গোলক? এখন অনুতাপ কচ্চো? তুই নররূপী কে? পিশাচ! না, তারও অধম, অধমের অধম। ওরে কৃতঘ্ন! ওরে বিশ্বাসঘাতক মাতাল! তুই খুন করিছিস? পাজি অকৃতজ্ঞ!

শশী। ওমা, তোমার এই কাজ কাকা? ওমা আমি কোথায় যাব।

গোল। বড় বাবু! গা'ল দিলে কি হবে? মার, দগ্ধে মার; যা'তে পার আমায় নিকেশ কর। (রোদন) আমি আর সইতে পারিনে, পাপভার আর বইতে পারিনে।

প্রাণের বন্ধো স্বর্গগত হরকালি! আমি তোমার গুরুদেব, আমি তোমার একমাত্র অকৃত্রিম উপকারী মিত্র! দেখেছ কেমন উপকারী! দেখলে, আমি আমি কেমন তোমার অকপট সুহৃৎ! বড় বাবু! একবার আমার কোলে দিন, একবার ঐ মহদুপকারী মহাত্মার সরল দেহ আলিঙ্গন করি; যন্ত্রণা দূরে যাক্, পাপজ্বালা কমে যাক্।

অর। যশি, তুমি আর নিতম্বিনী বৌমাকে নিয়ে যাও, মূর্চ্ছা তো এখনও ভাংল না।

যশী। আর সর্ব্বনাশ হ'ল মামা!

মূর্চ্ছিতা জ্ঞানদাকে লইয়া যশী ও নিতম্বিনীর প্রস্থান।

কন। (গোলকের প্রতি) বলি, মাল্লে কে? তুমি, না ঐ পাগলাটা? (মহেশকে নির্দ্দেশ)

গোল। আমি বলিছি, আমি মূল, আমার উপদেশ, আমিই সব—তবে ছুরী মেরেছে ঐ পাগল।

হেড। সে সব এখন থাক্। থানায় গিয়ে সব হবে। কনষ্টেবল! ঐ পাগলাকে বাঁধ।

উমাচরণের প্রবেশ।

উমা। একি কাণ্ড অরবিন্দ বাবু?

অর। দাদা এসেছেন, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দাদা, গোলক আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে দাদা।

উমা। গোলক? কেন?

অর। কেন দাদা কি করে বলি বলুন—মাতালের অনন্ত-লীলা কি করে বুঝি বলুন। সেই ঘটনা হ'য়ে গেলে, বিলাস বাবু বৌমাকে আমার বাড়ী রেখে গেলেন। ওরাও দেখি, হরকালীর বাড়ী ত্যাগ ক'রে সকলে বৈঠকখানায় গিয়ে আড্ডা গাড়্‌লো। প্রত্যেহ রাত্রে বাড়ী থেকে ওদের চেঁচামিচি শুন্‌তে পাই। আজ ভোর বেলা, বৌমা, বড় বৌকে বল্লেন যেন কে বৈঠকখানায় কাঁদ্‌ছে। আমি বল্লেম, ও সব কিছু না। মদের নেশায় মোহিত হ'য়ে মাতালেরা কখন কাঁদে, কখন হাঁসে, কত রকম করে তার ঠিক নেই। বলতে বলতে শুন্‌তে পেলেম কে চীৎকার করে বল্লে ঠিক স্বর বুঝতে পাল্লেম না—"হরকালীকে খুন করিচি।" এই মর্ম্মভেদী কথা শুন্‌তে পেয়েই ছোট বৌমা উন্মাদিনীর মত হ'য়ে ছুটে এলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখি, এই বিভ্রাট!

উমা। উঃ! গোলক! তুমিই ধন্য!

বেগে জ্ঞানদা তৎপশ্চাৎ যশা ও নিতম্বিনীর প্রবেশ।

জ্ঞান। দিদি, ছেড়ে দাও ঐ শুন্‌ছো না—নাথ আমায় ডাক্‌ছেন। শুধু ডাকা নয়, জন্মএয়োস্ত্রী বলে ডাক্‌ছেন! আর কি থাক্‌তে পারি! কতদিন ডাকিন-নি, কতদিন কথা কন-নি। এই নাথ, আমি এখনিই যাব—

তিলার্দ্ধও দেরি ক'রবো না। আমি সতী! ছি, ছি, কি ঘৃণার কথা— কি মিথ্যা কথা। আমি আবার সতী! যে নারী পতিছেড়ে, পতির গৃহ ছেড়ে সুখান্বেষণ করে সে আবার সতী! (মৃত দেহের নিকট বসিয়া) ওঠ কান্ত! আমি কোথাও যাব না, আর তোমার অবাধ্য হব না। ওঠ নাথ! ওঠ আমার প্রাণের দেবতা! নাথ! তুমি সরল, অখল—আমি ঘোর কুটীলা। তুমি স্বার্থ শূন্য, আমি স্বার্থের দাসী—আমায় কেন তুমি দয়া কর্ব্বে? কেন অনুগ্রহ কর্ব্বে? কিন্তু নাথ! আমি যত অপরাধে অপরাধিনী হই—আমাকে তুমি সঙ্গে করে লও। আমাকে নাথ, সেখানে যে, তোমার প্রয়োজন হবে। আবার যদি সেখানে এই রকম কপটী কুটীল ধূর্ত্ত মিত্র পাও, তবে কান্ত! তুমি তো চিন্তে পার্ব্বে না। আবার হয় তো, তারা তোমার ঐ রকম দশা কর্ব্বে—এম্নি নিদারুণ যন্ত্রণা দেবে। তাই বলছি নাথ! আমাকে সঙ্গে লও, এই কুটীলা প্রখরাকে সঙ্গে লও। কিন্তু তোমার আর কোন উপকার হবে না, এই পাপিনীর দ্বারায় কোন স্বস্তি হবে না—কেবল সরল, আর কুটীল ধূর্ত্ত চিন্‌তে পার্ব্বে। নেবে না নাথ! সঙ্গিনী কর্ব্বে না? হে প্রভো! সেই পূর্ব্বে, সেই নাথ সেই তোমার কামিনী-কমনীয় ফুটন্ত মুখে তুমিও তো একদিন আমায় জন্ম-এয়োস্ত্রী ব'লে ডেকেছ। তবে কেন আ'জ সঙ্গে নিতে বিমুখ হও? (হঠাৎ উন্মাদিনী ভাবে দাঁড়াইয়া)

না, না, নরক যন্ত্রণা! নরক যন্ত্রণা! পৃথিবী শূন্য! ত্রিভুবন শূন্য! কেউ কোথাও নাই। (অরবিন্দের প্রতি) নারায়ণ ঠাকুর! ওঠ, আমার প্রাণেশ্বরকে ছেড়ে দেও। তোমার লজ্জাবতী লতা আ'জ লজ্জা ভাসিয়ে দিয়েছে, তোমার লোভ হীনা লক্ষ্মী আ'জ অলক্ষ্মী হয়ে ডা'ন্ হ'য়ে ব'সে সংসার গ্রাস কচ্চে। না, না, যাই—যাই—কেন দেরি কর্ব্বো! এই যে—এই যে নাথ! ওগো, আমি যে জন্মএয়োস্ত্রী!

(কটিদেশ হইতে ছুরীকা বাহির করতঃ বক্ষে আঘাৎ পতন ও মৃত্যু।)

অর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কি হল? ওরে আমি লক্ষ্মী নারায়ণ বিসর্জ্জন দিলেম! ওরে আমি একেবারে ছারেখারে গেলেম! ও গোলক! ও মাতাল! ওরে কি কল্লি! ওরে মদের জন্যেই সব গেল!

গোল। (উর্দ্ধমুখে) জয় জন্ম-এয়োস্ত্রীর জয়! জয় আমার মার জয়!

উমা। উঃ! মদের পরিণাম কি ভয়ানক।

হেড। অরবিন্দ বাবু! কান্না কাট্না সব রাখুন। পুলিস্ সম্মুখে আত্মহত্যা—বড় বিষম কেস! কনষ্টেবল! একখান গাড়ি আন্—লাশ পুলিসে নিয়ে যেতে হবে।

কনষ্টেবলের প্রস্থান।

গোল। হা অরবিন্দ বাবু! আমি যে কাজ করিচি, তার অনুরূপ দণ্ড পৃথিবীতেই নেই।—এখানে অধিক দণ্ড আর

কি হবে—ফাঁশ? কিন্তু বড় বাবু! শত সহস্র শূল ফাঁশ এর দণ্ড নয়। আমার পাপের সমুচিত সাজা, ঈশ্বর অদ্যাপি সৃষ্টি করেন নি। আমার জন্যে এই-বার একটী নূতন দণ্ডের সৃষ্টি হবে। কিন্তু সে কিরূপ সাজা, তা' আমার ক্ষুদ্র পশুবুদ্ধিতে আসে না। আমার মাথার, আমার সম্মুখে, আমার চতুর্দ্দিকে অনন্ত নরক জ্বল্‌ছে, আমি সেই অনন্ত নরকের অনন্ত যন্ত্রণা অন-বরত উপভোগ কচ্চি। আমার কোন বাসনা নেই. আপনার নিকট কোন প্রার্থনা নেই। কেবল একটী প্রার্থনা রাখ্‌বেন—অভাগিনী পিতৃ মাতৃহীনা নিত-ম্বিনীকে রক্ষা কর্ব্বেন। তার পর পরলোকে তো সত্বরই যাব, সেখানে গিয়ে আমার প্রাণের প্রাণ, আমার একমাত্র অত্যুপকারী পরম সুহৃৎ মহাত্মা হরকালী বাবু ও সাধ্বী যশস্বিনী মা জ্ঞানদার নিকট ক্ষমা চাব। তাঁরা কি আমায় দয়া কর্ব্বেন না? তাঁরা কি এই পরি-তাপপীড়িত অধম গোলকের উপর একটুও সদয় হবেন না? না, না, তাঁরা যাবেন কোথায় আর আমি যাব কোথায়! তাঁদের স্থান—শোকদুঃখ বিবর্জ্জিত, পাপতাপপরিশূন্য, আমোদ আনন্দ সম্পূরিত অপূর্ব্ব লোকে, আর আমার স্থান—জ্বালা, যন্ত্রণা, হিংসা, দ্বেষ, অনাচার, ব্যভিচার, হাহাকার, অত্যাচারময় লোকে! তাঁরা থাক্‌বেন কোথায়—আর আমি থাক্‌বো কোথায়। হায় হায়, তবে কি ক'রে আমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি যে আর সহ্য করিতে পারিনে!

কখন প্রাণ বহির্গত হবে; মদা-পরিপূর্ণ দেহ, মহা-কলুষ-সংবিশিষ্ট শরীর কখন শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হবে! হে পতিতপাবন! এই মহাপতিত পাষণ্ডের উপর দয়া কর। আরে. অধম ভ্রান্ত নর! মদ খেয়ো না, খেয়ো না, খেয়ো না। সাধ ক'রে, ইচ্ছা ক'রে, পাপসমুদ্রে ডুব না। অতি অকিঞ্চিৎকর অসার সুখের লোভে প'ড়ে. পৃথিবীর সকল সুখ, সকল আনন্দ, সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম অতল জলে ভাসিও না। মদে কত পাপ, কত তাপ, কত জ্বালা, কত শোক, কত অসুখ, কত অশান্তি তার একমাত্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হত ভাগ্য হরকালী ঘোষ, গোলকচন্দ্র বসু আর মহেশচন্দ্র মিত্র!——

হেড্। চুপ কর, আর লেক্‌চার দিতে হবে না।

কনষ্টেবলের প্রবেশ।

কন। গাড়ি এসেছে।

হেড্। (অরবিন্দের প্রতি) সকলকেই থানায় যেতে হবে। কনষ্টেবল! পাগ্‌লাকে এখনও বাঁধনি?

কন। (মহেশের প্রতি) আরে ওঠ্।

মহে। উঃ!—দেহ রক্তে প্লাবিত!

কন। আরে ওঠ না—মেরে এখন দেহ রক্তে প্লাবিত কর্ত্তে লাগ্‌ল।

(মহেশের হস্তবন্ধন)

গোল। (নিতম্বিনীর প্রতি) মা, চল্লেম।

নিত। (উচ্চতর রোদন করতঃ) আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে বাবা? আমি যেতে দেব না।

উমা। উঃ! মদের পরিণাম কি ভয়ানক!

হেড্। উঠুন গো সব।

অর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ) না—আর দেরি কেন। কালচক্র! তোমায় নমস্কার।

দুইটি মৃতদেহ লইয়া অরবিন্দ ও উমাচরণের প্রস্থান, পশ্চাৎ গোলক ও মহেশকে লইয়া হেড্ কনষ্টেবল ও কনষ্টেবলের প্রস্থান।

নি। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে) ও বাবা, কোথায় যাও?

বেগে প্রস্থান।

যশী। ও দিদি—তুই কোথায়——

বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

বিষণ্ণমনে অরবিন্দ বাবুর পুনঃ প্রবেশ।

অর। উঃ!—বড় বউ, নিতম্বিনী আর যশীর দারুণ রোদনে পৃথিবী যেন কাঁপছে! না—না—পুলিসে আর যাব না—আর সে মৃত দেহ দুটি দেখতে পারিনে! কোথায় যাই? বাড়ীও তিষ্ঠিবার যো নাই। ভাই আমার সংসার শ্মশান করে গিয়েছে। না—না—কিছুই না—

সংসারে কেহ কারু নয়; সবই ছায়া বাজি—সবই মোহকরী ভেল্কি! কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল এই আছে এই নাই। সংসার একটি প্রশস্ত নাট্যশালা, মানবকুল তার অভিনেতা। কেহ রাজা সাজে—কেহ ভিখারী সাজে। কেহ পণ্ডিত সেজে জ্ঞান প্রচার করে—কেহ মূর্খ সেজে তাই উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। ক্ষণপরে আর কিছুই নয়—মূহুর্ত্ত মধ্যে সব কোথায় চলে গেল; কোথায় গেল সেই রাজা—আর কোথায় গেল সেই লোক-ঘৃণিত দীন দরিদ্র! আর কারও সাড়া শব্দ নেই—অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একেবারে বিলোপ! হায়, হায়, এত দেখেও মানব, জ্ঞান হয় না—এত দেখেও শিক্ষা পাও না? মদ মাৎসর্য্য ছাড় না—তেজঃ গর্ব্ব ত্যজ না—বিন্দুমাত্রও ধর্ম্মকে ভাব না। অহো! সব সম্পূর্ণ হ'ল, আমোদ, আনন্দ, শোক, বিষাদ, শত্রুতা, মিত্রতা সব সম্পূর্ণ। হতভাগ্য হর-কালী ঘোষের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক সম্পূর্ণ। অহো, সংসারযাত্রা! কি অসার যাত্রা! কি মহান্ অনিত্যতা!—(উদাসমনে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

কি ভাবিয়ে ভ্রান্ত নর সংসার মায়ায়,
মোহিত হইয়ে সবে কর্ত্তব্য হারায়।
কি ভাবিয়ে অজ্ঞানেরা মজে মহামোহে,
জানেনা এভুবনে কেহ কার ও নহে।

মুদিত হইলে নেত্র সব অন্ধকার,
তবু নর কেন করে 'আমার আমার'।
মায়া-মোহ দু'টি যাহা দেখিছ ভুবনে,
মহাশত্রু হয় নরের এরা দুই জনে।
দূর কর দূর কর মায়া-মোহ জাল,
শীঘ্র সাজ দিগম্বর পর বাঘছাল।
পূত কমণ্ডলু করে ধর ধর ধীর।
বিভূতি লেপন করি সাজাও শরীর।
দীর্ঘ জটা শিরে বাঁধি করহে প্রস্থান,
বম্ বম্ ক'রে গাও পরমেশ গান।
অরণ্যে শৈলেতে আর ভীষণ প্রান্তরে,
বেড়াও ঈশ্বরে বাঁধি প্রেমভক্তি ডোরে।
অনিত্য সংসারে নর মজাইলে প্রাণ,
দেখিবে সকল দিকে বিকট শ্মশান।

সবিষাদে প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

শুদ্ধ।

গুণ নাহি দিলি।